দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে পি.এইচ.ডি (আর্টস) উপাধিপ্রাপ্তির

আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট

গবেষণাকারী

সুদীপ্তা সামন্ত

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী সান্যাল

প্রাক্তন অধ্যাপিকা , দর্শন বিভাগ , যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

২০২৩

ACTION TAKEN REPORT

প্রশ্ন সমূহ		উত্তর সংকেত সংযোজন পৃষ্ঠা
১)	'দান' কী ?	১ - ৮
২)	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত দান সম্পর্কিত আলোচনার দার্শনিক, নৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রতিফলন কী ?	৮ - ১৯
৩)	'দান' সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ভাবধারার সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সামঞ্জস্য ও পার্থক্য :	১৯ - ২২
৪)	শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থের মৌলিক পার্থক্য :	২২ - ২৩
৫)	'দান' সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত ও নির্দেশিত ভাবনার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য কী আছে ?	২৩ -- ২৩
৬)	'দান' সম্পর্কে শ্রুতি ও স্মৃতিধর্মশাস্ত্রের ভাবনায় কী কোন পার্থক্য রয়েছে ? যদি থাকে তাহলে সেটি কোন অবস্থান থেকে ?	২৪ - ২৫
৭)	শ্রুতি শাস্ত্রের প্রতিনিধিত্বস্থানীয় গ্রন্থরূপে ঋগ্বেদে বর্ণিত দানতত্ত্বের আলোচনার কারণ :	২৫ - ২৫
৮)	স্মৃতির স্মারক হিসেবে মনুসংহিতায় নির্দেশিত ও বর্ণিত দানতত্ত্বের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা :	২৬ - ২৬
৯)	স্মৃতির স্মারক হিসেবে মনুসংহিতায় নির্দেশিত ও বর্ণিত দানতত্ত্বের আলোচনা অতিরিক্ত অন্যান্য গ্রন্থে নির্দেশিত ও বর্ণিত দানতত্ত্বের আলোচনা :	২৬ - ২৭

১০) দ্বিতীয় অধ্যায় : ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে দান ২৭ - ২৮
শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা :

১১) দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনামে অর্থশাস্ত্রে দান উল্লিখিত ২৮ - ২৯
হলেও অভিসন্দর্ভের অধ্যায়ে 'কৌটিল্যের পররাষ্ট্রনীতিতে
দান' বিষয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা :

১২) প্রথমত : / প্রথমতঃ উভয় বানানের ব্যবহার : ৩০ - ৩০

১৩) ঋগ্বেদ ও ঋক্‌বেদ উভয় বানানের ব্যবহার : ৩০ - ৩০

১৪) 'দান' বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যায়ের ৩০ - ৩২
মেইনটেক্সটে অথবা ফুটনোটে প্রদত্ত ভারতীয়
ধর্মশাস্ত্র ও গ্রন্থের শ্লোক ও উদ্ধৃতির উল্লেখ :

১৫) মহাভারতে ব্যাখ্যাত 'দান' ও রামায়ণে ব্যাখ্যাত ৩৩ - ৩৫
'দান' এর সম্পর্ক কী ?

১৬) 'দান' প্রসঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যার সঙ্গে অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত ৩৫ - ৩৫
দানের কোন 'মিল' বা 'অমিলে'র উল্লেখ ।

১৭) দান প্রসঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের বক্তব্যের বৈসাদৃশ্য ৩৫ -- ৩৮
বা সাদৃশ্যের সূক্ষ্ম পর্যালোচনার উল্লেখ

১৮) রেফারেন্স স্টাইলের পরিবর্তন ৩৮ -- ৩৯

১৯) পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামধর্মে দান : ৪০ -- ৪০
কোটেশন , পৃ :২৩৭, রেফারেন্স - ২৭

দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে পি.এইচ.ডি (আর্টস) উপাধিপ্রাপ্তির

আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত সংযোজন

গবেষণাকারী

সুদীপ্তা সামন্ত

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী সান্যাল

প্রাক্তন অধ্যাপিকা , দর্শন বিভাগ , যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

২০২৩

দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে পি.এইচ.ডি (আর্টস) উপাধিপ্রাপ্তির

আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত সংযোজন

গবেষণাকারী

সুদীপ্তা সামন্ত

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী সান্যাল

প্রাক্তন অধ্যাপিকা , দর্শন বিভাগ , যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

২০২৩

সংযোজন

(ADDENDUM)

প্রশ্ন সমূহ		উত্তর সংকেত সংযোজন পৃষ্ঠা
১)	'দান' কী ?	১ - ৮
২)	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত দান সম্পর্কিত আলোচনার দার্শনিক, নৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রতিফলন কী ?	৮ - ১৯
৩)	'দান' সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ভাবধারার সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সামঞ্জস্য ও পার্থক্য :	১৯ - ২২
৪)	শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থের মৌলিক পার্থক্য :	২২ - ২৩
৫)	'দান' সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত ও নির্দেশিত ভাবনার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য কী আছে ?	২৩ -- ২৩
৬)	'দান' সম্পর্কে শ্রুতি ও স্মৃতিধর্মশাস্ত্রের ভাবনায় কী কোন পার্থক্য রয়েছে ? যদি থাকে তাহলে সেটি কোন অবস্থান থেকে ?	২৪ - ২৫
৭)	শ্রুতি শাস্ত্রের প্রতিনিধিত্বস্থানীয় গ্রন্থরূপে ঋগ্বেদে বর্ণিত দানতত্ত্বের আলোচনার কারণ :	২৫ - ২৫
৮)	স্মৃতির স্মারক হিসেবে মনুসংহিতায় নির্দেশিত ও বর্ণিত দানতত্ত্বের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা :	২৬ - ২৬
৯)	স্মৃতির স্মারক হিসেবে মনুসংহিতায় নির্দেশিত ও বর্ণিত দানতত্ত্বের আলোচনা অতিরিক্ত অন্যান্য গ্রন্থে নির্দেশিত ও বর্ণিত দানতত্ত্বের আলোচনা :	২৬ - ২৭

১০) দ্বিতীয় অধ্যায় : ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে দান ২৭ - ২৮
শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা :

১১) দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনামে অর্থশাস্ত্রে দান উল্লিখিত ২৮ - ২৯
হলেও অভিসন্দর্ভের অধ্যায়ে 'কৌটিল্যের পররাষ্ট্রনীতিতে
দান' বিষয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা :

১২) প্রথমত : / প্রথমতঃ উভয় বানানের ব্যবহার : ৩০ - ৩০

১৩) ঋগ্বেদ ও ঋক্‌বেদ উভয় বানানের ব্যবহার : ৩০ - ৩০

১৪) 'দান' বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যায়ের ৩০ - ৩২
মেইনটেক্সটে অথবা ফুটনোটে প্রদত্ত ভারতীয়
ধর্মশাস্ত্র ও গ্রন্থের শ্লোক ও উদ্ধৃতির উল্লেখ :

১৫) মহাভারতে ব্যাখ্যাত 'দান' ও রামায়ণে ব্যাখ্যাত ৩৩ - ৩৫
'দান' এর সম্পর্ক কী ?

১৬) 'দান' প্রসঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যার সঙ্গে অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত ৩৫ - ৩৫
দানের কোন 'মিল' বা 'অমিলে'র উল্লেখ ।

১৭) দান প্রসঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের বক্তব্যের বৈসাদৃশ্য ৩৫ -- ৩৮
বা সাদৃশ্যের সূক্ষ্ম পর্যালোচনার উল্লেখ

১৮) রেফারেন্স স্টাইলের পরিবর্তন ৩৮ -- ৩৯

১৯) পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামধর্মে দান : ৪০ -- ৪০
কোটেশন , পৃ :২৩৭, রেফারেন্স - ২৭

১)'দান' কী ?

- বর্তমান গবেষণামূলক নিবন্ধ 'দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা'য় দান বিষয়ে আলোচনার সূত্র অনুসন্ধানকালে মূলতঃ প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দান নামক কর্ম কীভাবে গৃহীত হয়েছে তাই তুলে ধরারই চেষ্টা করা হয়েছে । এইরূপ প্রসঙ্গানুসারী আলোচনায় বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্র এবং তাদের দ্বারা নির্দেশিত দান ব্যবস্থা ও তার ব্যবহার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই সকল শাস্ত্রেই দানের একটি বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে এবং এই বিষয়ে নানাবিধ দানের স্বরূপ পর্যালোচনা করা হয়েছে । যে পর্যালোচনায় আমি দেখতে চেষ্টা করেছি 'দান' - এর যে সাধারণ ব্যবহার অর্থাৎ একজন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কোন বিষয়ের দান, তা (দান) কী কেবলই সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ? নাকি তা এই পরিসর ব্যতীত ব্যাপকার্থেও গৃহীত বা ব্যবহৃত হয়েছে ? তাই বর্তমান গবেষণাপত্রে আমার লক্ষ্য হল বেদ - উপনিষদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত 'দান' বিষয়ক বিভিন্ন দার্শনিক মতের উল্লেখপূর্ব্বক তার বিচার বিশ্লেষণ ও দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ করা । এই লক্ষ্যে অভিসন্দর্ভে বিভিন্ন শাস্ত্রের আলোচনায় 'দান' কী ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অভিসন্দর্ভের সাতটি অধ্যায়ে আলোচিত শাস্ত্রগুলি অনুসারে যে শাস্ত্রে 'দান' ক্রিয়ার কোন সংজ্ঞার উল্লেখ হয়েছে কিংবা তার স্বরূপ বা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যেরূপে বর্ণিত হয়েছে অভিসন্দর্ভে তার উল্লেখ হয়েছে। যেমন - প্রথম অধ্যায় : শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে দান এর অন্তর্গত বিভিন্ন পর্ব ধরে আলোচনা করলে দেখা যায়,

ঋগ্বেদে 'দান' :

- ঋগ্বেদে 'দান' ক্রিয়াকে এক সদাচাররূপে উল্লেখ করা হয়েছে । বলা হয়েছে, বৈদিক সাহিত্যের যুগে উপাসনা পদ্ধতির অন্যতম রীতিরূপে যজ্ঞে দেবতাদের সন্তুষ্ট করার ক্ষেত্রে 'দান' ক্রিয়ার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। নিত্য জীবন যাপনের পরিসরে অন্যতম কর্ত্তব্য - কর্মরূপেও ঋগ্বেদ সংহিতায় দান ক্রিয়ার উল্লেখ হয়েছে । সেখানে দেখা যায়, দান অন্যতম প্রশংসনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য রূপে নির্দেশিত হলেও ক্ষেত্রবিশেষে এই বিষয়ে নিন্দামূলক মনোভাবও উল্লিখিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ২, ১০)

মনুসংহিতায় 'দান' :

- মানুষের নিত্য কর্ত্তব্য ও ধর্মীয় অনুশাসন বিষয়ে মনুর নির্দেশ অনুসারে যে চতুঃবর্ণ বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায় সেই অনুসারেই তাদের কর্ত্তব্য কর্মও নির্দেশিত হয়েছিল । যদিও উল্লেখ্য যে, এই বর্ণব্যবস্থার পরিকল্পনা মনু নিজে করেছিলেন কীনা সেই বিষয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে। ব্রাহ্মণ , ক্ষত্রিয় , বৈশ্য ও শূদ্র উল্লিখিত এই চারটি বর্ণের বিবিধ কর্ত্তব্য - কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গেই মনুসংহিতায় 'দান' এর উল্লেখ ও বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় । দেখা যায় যে, এই শাস্ত্রে দান যেমন চতুঃবর্ণের নিত্য কর্ত্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছিল তেমনি তা ধর্মীয় অনুশাসনের অঙ্গরূপেও বিবেচিত হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় 'দান' - এর সংজ্ঞায় **(Operational Definition)** বলা হয়েছে, 'দানং দেয়ম' অর্থাৎ 'যা দেওয়া যায় তাই দান' । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ২০)

যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য সংহিতায় 'দান' :

- 'ধর্ম' শব্দটির আভিধানিক ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় 'দান' - এর উল্লেখ পাওয়া যায়। যা বিভিন্ন বর্ণে ও আশ্রমব্যবস্থাতে কর্ত্তব্য কর্ম বা 'ধর্ম' অর্থেই নির্দেশিত হয়েছে । সংহিতানুসারে এই দান মূলতঃ দ্বিবিধ 'যাচিত দান' ও 'অযাচিত দান' । যে দানে দাতার উদ্দেশ্যে গ্রহীতা নিজের যাঞ্চা বা প্রার্থনা নিবেদন করেন তা 'যাচিত দান' বিপরীতে যে দান কর্মে গ্রহীতার কোন প্রার্থনা বা যাঞ্চা থাকেনা বরং যে দান দাতার স্বেচ্ছা প্রণোদিত তাই হল 'অযাচিত দান' । দান প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় সর্বদাই ব্রাহ্মণদের দান উৎসাহিত হয়েছে ; যাঁর মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের' দান সর্বাধিক ফলজনক বলেও উল্লিখিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ৫৬, ৫৭)
- উশন্ সংহিতা অনুসারেও দান ক্ষেত্রে 'ব্রাহ্মণ'বর্ণই অন্যতম প্রধান বলে নির্দেশিত হয়েছে । দানজন্য ফল লাভ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গেও সংহিতায় উল্লিখিত হয়েছে যে , দাতার যদি উত্তম ফল লাভ করতে হয় তবে প্রথমে 'সম্পূর্ণ পাত্রে' দান করতে হবে ,এইরূপ পাত্রের অভাব হলে 'অসম্পূর্ণ পাত্রে' দান করা যেতে পারে । এইরূপে দেখা যায় যে, 'দান' বিষয়ের আলোচনায় গ্রহীতা বা দানের পাত্র ভেদ গুরুত্বপূর্ণরূপেই সংহিতানুসারে বিবেচিত হত । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ৫৮)

- হারীত সংহিতায় নির্দেশিত হয়েছে , গৃহস্থের নিত্য নৈমিত্তিক জীবন যাপনে দান অবশ্যকর্ত্তব্য এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি গৃহস্থের নিত্য দান কর্ত্তব্য । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ৬০, ৫৮)

- অত্রি সংহিতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্যেই 'দান' নিত্য ও ধর্মীয় কর্ত্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছে । শূদ্র বর্ণের জন্যেও ত্যাগ অর্থে দানকর্ম 'ইষ্ট' রূপে পৃথকভাবে সমর্থিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, যে গৃহস্থের নিত্য উপার্জন অতি সীমিত তিনিও তার উপার্জনের সামান্যতম অংশও নিত্য দান কার্য্যে অবশ্যই ব্যয় করবেন । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ৬০)
- ব্যাস সংহিতাতেও গৃহস্থের উদ্দেশ্যে এইরূপ নিত্য অন্নদানের নির্দেশ হয়েছে ; বলা হয়েছে, মৃত্যু ধ্রুব সত্যি । তাই গৃহস্থের যেসকল সম্পত্তি তাঁর প্রয়োজন ও খ্যাতি অনুসারে অব্যবহৃতই থেকে গেছে এবং তাঁর মৃত্যুর পরও অব্যবহৃতই থেকে যাবে সেই সম্পদ অবশ্যই অপরের সাহায্যার্থে গৃহস্থের দান করে যাওয়া উচিৎ । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ৬০)
- ব্যাস ও শঙ্খ উভয় সংহিতানুসারেই নির্দেশিত হয়েছে যে, 'দান' হল এক নৈতিক কর্ত্তব্য । যেকোন বর্ণের জন্যেই যেকোন আশ্রম ব্যবস্থাতেই এই 'দান' ক্রিয়া যথাবিধ ধর্মোপায়ে সম্পন্ন করাই হল পরম কর্ত্তব্য । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ৬৩)

উপনিষদে দান :

- ব্রহ্মতত্ত্ববাদী উপনিষদের মূল আলোচ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব । কারণ এইসকল উপনিষদ অনুসারে আত্মাই ব্রহ্ম । তাই আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান হল ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা । অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় সমূহের অধিকাংশেরই মূল ভিত্তি হল এই আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান ; যাকে উপলব্ধি করাই হল মনুষ্য জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য । উপনিষদ অনুসারে এইরূপ পরম লক্ষ্য লাভের অন্যতম সহায়ক হল 'দান ক্রিয়া '। সেই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন উপনিষদে দান বিষয়ে বহু উল্লেখ, বর্ণনা ও নির্দেশ হয়েছে । উক্ত সকল বর্ণনা ও আলোচনার মধ্যে তিনটি বিষয়ের দান আলোচনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণরূপে নির্দেশিত হয়েছে, যেমন - বিদ্যাদান বা শিক্ষাদান এবং তার প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা , আত্ম -তত্ত্ব জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞান দান এবং অন্ন দান । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ৬৯- ৭০)

একইভাবে দ্বিতীয় অধ্যায় : ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে দান এর অন্তর্গত ধর্মশাস্ত্র অর্থে মহাকাব্যে দান প্রসঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যসহ ভগবদগীতায় বর্ণিত ও নির্দেশিত বহু ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে বিবিধ অর্থে দান প্রসঙ্গ ।

মহাকাব্যে দান :

- রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই দান শব্দটি প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে যেমন বিষয়বস্তু দান, দক্ষিণা দান ইত্যাদি অর্থে উল্লিখিত হয়েছে এবং সেই সকল ক্ষেত্রেই অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির প্রসঙ্গ স্বীকৃত হয়েছে ; তেমনি পাশাপাশি আশ্বাস দান, সম্মতি দান, পরিচয় দান, পরামর্শ দান এইরূপ বহু দান ক্ষেত্রেরই উল্লেখ হয়েছে যে স্থলগুলিতে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির কোন প্রসঙ্গ না থাকলেও এই স্থলগুলি দান বলে উল্লিখিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ৯৪)

ভগবদগীতায় দান :

- ভগবদগীতা অনুসারে 'দান' হল কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং এমন এক ক্রিয়া যা অবশ্যকর্ত্তব্য এবং চিত্তশুদ্ধিকর বলে বর্ণিত হয়েছে । তবে কামনাসহিত কোন দান এইরূপ নয় । যেকোন প্রকার আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে কেবল লোকরক্ষার্থে দেয় 'দান'ই অবশ্যকর্ত্তব্য এবং চিত্তশুদ্ধিকর বলে বর্ণিত হয়েছে । যজ্ঞের সমান পুণ্যকর্মরূপে তুলনা করে গীতায় 'দান ক্রিয়া' যজ্ঞরূপেও উল্লিখিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ১২৯ - ১৩০)

কৌটিল্যের পররাষ্ট্রনীতিতে দান প্রসঙ্গ : একটি বিশ্লেষণ :

- রাষ্ট্র পরিচালনা প্রসঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রধারায় প্রাধান্য পেয়েছে পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক তত্ত্ব । রাজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারে রাজা সর্বদাই সুকৌশলী হবেন, এমন মতের উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, রাজ্য পরিচালনার এই দ্বিতীয় ধারায় যেকোন উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি তত্ত্ব সমর্থিত হওয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মীয় বিধানের অমোঘ নিয়মও শিথীল হয়েছে । এইরূপ রাষ্ট্রধারায় রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে রাজার জন্য যেসকল কর্ত্তব্য কর্মের নির্দেশ পাওয়া যায়, তার মধ্যে 'দান' ব্যবস্থা ছিল অন্যতম । এক্ষেত্রে 'দান'ক্রিয়া রাজার কাছে উপহার প্রদান এবং কৌশল উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ১৩৭ - ১৩৮)

তৃতীয় অধ্যায় : জৈন দর্শনে দান প্রসঙ্গের আলোচনাতেও দান কী ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে দান বিষয়ে বহু নির্দেশ পরিলক্ষিত হয় ।

জৈন দর্শনে দান :

- জৈন ধর্মনীতির আলোচনাতে নানাভাবে দানক্রিয়া কর্ত্তব্য কর্ম, দানক্রিয়া পুণ্যদায়িনী এই জাতীয় বিবৃতি বহুল প্রচারিত হয়েছে । জৈন দর্শনেও দান ক্রিয়া ধর্মনৈতিক ক্রিয়ারূপে বিজ্ঞাপিত ও সমর্থিত হওয়ার সাধারণ কারণ ভোগসর্বস্ববাদের বিরোধিতা করা হয়েছে এবং অনাগারী শ্রমণ ও আগারী শ্রাবক উভয়ের জন্যেই কর্ত্তব্য - কর্ম বা ব্রতরূপে নির্দেশিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ১৫০)

- এইপ্রসঙ্গে জৈন ধর্মের তত্ত্বার্থসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে, 'অহিংসা' নীতি অভ্যাসের একটি অন্যতম মাধ্যম হল দান। (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ১৫৪)

- নিত্য কর্ত্তব্য রূপেও জৈন দর্শনে 'দান' এর উল্লেখ করা হয়েছে , এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জৈন মতানুসারে বলা যায়, অন্যের প্রয়োজনে এবং হিতার্থে কোন ব্যক্তিকে কিছু সাহায্য করাই হল দান । জৈন মতে কেবল অপরের উপকার সাধন করাই হল সমগ্র 'দান' ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ১৫৮)

চতুর্থ অধ্যায় : ত্রিপিটকের ভিত্তিতে বৌদ্ধদানতত্ত্বের পর্যালোচনার মধ্যে দিয়েও দান প্রসঙ্গে একইভাবে বর্ণিত ও নির্দেশিত হয়েছে অন্যের উপকার ও কল্যাণ সাধনের তত্ত্ব ।

বৌদ্ধ দর্শনানুসারে 'দান' :

- বৌদ্ধ দর্শনানুসারে 'দান' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় , বৌদ্ধ দর্শনে নির্বাণ সাধনার প্রারম্ভিক অঙ্গরূপেই দান - এর উল্লেখ করা হয়েছে । 'দান' শব্দটির অর্থ হল সকল স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দানীয় বস্তু প্রদান করার সচেতন ইচ্ছা । কোন ব্যক্তির নিজের উপার্জিত বা প্রাপ্ত পার্থিব সম্পদ স্থাবর কিংবা অস্থাবর - সম্পত্তির প্রতি সচেতনভাবে নিজের যাবতীয় স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর কোন ব্যক্তি কিংবা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রদান করাই হল দান । বৌদ্ধ দর্শনে 'দান' - এর ধারণা আলোচনা কালে দেখা যায় যে, এখানে 'দান' এর অর্থ আরও বিস্তৃতি ও গভীরতা পেয়েছে । বৌদ্ধ দর্শনে যে দশ প্রকার কুশল কর্মের নিদান দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে

অন্যতম হল 'দান' । নির্বাণ লাভের বিষয়টিকে মূল লক্ষ্যরূপে রেখেই বৌদ্ধ দর্শনে 'দান তত্ত্ব' উপস্থাপিত হয়েছে । বৌদ্ধ দর্শনানুসারে দানের ধারণার সাথে ঔদার্য ও বদান্যতার ধারণা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত । ধম্মপদে বলা হয়েছে , 'কদরিয়ং দানেন জিনে 'অর্থাৎ কৃপণকে দানের দ্বারা জয় করবে । বুদ্ধদেব বিশ্বাস করতেন যে, দাতার ঔদার্য কৃপণের সঙ্কীর্ণতাকে পরাভূত করতে পারে । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ১৮২ - ১৮৩)

কোরআন শরীফেও দান অর্থে জনকল্যাণ সাধন করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে হয়েছে । যে আলোচনা অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামধর্মে দান এর মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে ।

ইসলামধর্মে দান :

- ইসলাম ধর্ম যে মূল পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত , সেগুলি হল - বিশ্বাস , প্রার্থনা, দান, উপবাস এবং হজ। ইসলাম ধর্মানুসারে 'দান ক্রিয়া' কেবল ধর্মীয় অনুশাসনের অঙ্গ রূপেই নয় বরং তা ব্যক্তির স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য বলেই স্বীকৃত হয়েছে । এই ধর্মানুসারে 'দান' করার তাগিদ ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ বা স্বরূপগত । তাই সংশ্লিষ্ট ধর্মের ব্যক্তিগণ তাদের অভ্যন্তরীণ কর্ত্তব্যবোধের দায়বদ্ধতায় 'দান কর্ম ' সম্পাদন করেন । কোরআন শরীফ অনুসারে যেকোন সুষ্ঠু ও নিয়মশৃঙ্খল পরায়ণ সমাজব্যবস্থায় অবশ্য কর্ত্তব্যমূলক ক্রিয়া হল 'জনকল্যাণ সাধন' করা । যার অন্যতম মাধ্যম হল 'দান ক্রিয়া' । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ২২১ - ২২২)

অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায় খ্রীষ্ট ধর্ম ও অন্যান্য সভ্যতায় দান : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ - এ দান কী ? এই প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত হয়েছে দান যেমন একের প্রতি অন্যের পরম নিঃস্বার্থ ভালবাসা , তেমনি সামাজিক দায়িত্ব পালনের এক অন্যতম অঙ্গীকারও । এই অধ্যায়ের দুটি পর্বে পৃথকভাবে যথাক্রমে খ্রীষ্ট ধর্ম ও অন্যান্য সভ্যতা অনুসারে দানতত্ত্বের উল্লেখপূর্ব্বক উভয়মতের তুলনামূলক বিশ্লেষণও উপস্থাপিত হয়েছে ।

খ্রীষ্ট ধর্মে দান :

- বাইবেলে খ্রীষ্ট ধর্মের উভয় নিয়মেই দান কখনও সদাপ্রভূর প্রতি তার পরম ভক্তদের ভক্তি, শ্রদ্ধা আবার কখনওবা যীশুর এবং তার অনুগামীদের মধ্যে নিঃস্বার্থ ভালবাসা এইরূপে বর্ণিত হয়েছে । তাঁর কৃপা, করুণা এবং ভালবাসাই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে বিনিময়ে সকলের মধ্যে এই ভালবাসার আশীবাদ পৌঁছে দিতে । তাই খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসারে, যীশুকে ভালবাসা আর প্রতিবেশীকে ভালবাসার

মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই, উভয়েই এক বা সমতুল । অপরের সাহায্যার্থে সম্পাদিত কোন দান ক্রিয়া শর্ত সাপেক্ষ কোন ক্রিয়া নয় বরং তা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন - যাপনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আবশ্যিক একটি ক্রিয়া । দুর্বল, আর্ত, অসহায় দরিদ্রকে অর্থ কিংবা অন্যান্য বিষয় দিয়ে সাহায্য করা ব্যক্তির জীবনের আদর্শ হওয়া উচিৎ । দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে খ্রীষ্টান ধর্ম মতে, যাঁরা ভগবান যীশুকে ভালবাসেন তাদের সকলেরই এই সকল অসহায় - আর্তদের প্রতি দায়িত্ব আছে । সমাজের সার্বিক মঙ্গলের লক্ষ্যে ব্যক্তি উক্ত সকল ক্ষেত্রে তাঁর জন্য নির্ধারিত দায়িত্বের পালন করবেন এমনটিই অভিপ্রেত । ব্যক্তির এইরূপ সামাজিক দায়িত্ব পালনের অন্যতম উপায় বা অঙ্গ হল 'দান' । খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসারে 'দান ক্রিয়া'কে হতে হবে নিঃস্বার্থভাবে পরহিতে সাধিত মঙ্গলময় একটি ক্রিয়া । খ্রীষ্টান ধর্মমতে অন্যের প্রতি এইরূপ নিঃস্বার্থ সেবার মধ্যে দিয়েই ভগবান যীশুর প্রকৃত সেবা করা হয় । এইরূপ দানই ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের আদর্শ । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ২৪২)

অন্যান্য সভ্যতায় দান :

- অসহায়ের প্রতি সাহায্য দানের উপদেশে যে বাধ্যতাবোধ কিংবা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সাধিত উৎসর্গ অনুষ্ঠানে পালনীয় যে নিয়ম বা আচারের উল্লেখ খ্রীষ্টীয় অনুশাসনে হয়েছে তার সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতা যেমন - উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় এবং মেলানেশীয়দের সভ্যতা এবং মায়া, ইনকা এবং আজতেক পৃথিবীর অন্যতম এই তিন প্রাচীন সভ্যতায় বর্ণিত দান ব্যবস্থায় উৎসর্গতত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় । 'দান' শব্দটির ব্যবহার প্রসঙ্গে অন্যান্য সভ্যতার মত আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, সেখানে কোথাও এই দান শব্দটি তার পরিসরে উপহার প্রদান এই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে বিনিময় উপহার প্রাপ্তির অবশ্যসম্ভব্যতার এক নতুন মাত্রার যেমন সংযোজন করেছে তেমনি আবার কোথাওবা এইরূপ দানকর্ম ব্যক্তি ও সমাজ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সাধিত হলেও তার পদ্ধতি হয়েছে অতি কঠিন ও কঠোর । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ২৪১ - ২৪২)

সপ্তম অধ্যায় দান প্রসঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস এর প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্বে দান কী ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে ভারতবর্ষের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় দান ক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্ম অথচ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় সেই বিধিগুলিসহ দানের সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলির আলোচনা করা হয়েছে । এইপ্রসঙ্গে শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্য্যন্ত দান সম্পর্কে বর্ণিত এইসকল তথ্যের অনুসরণ ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে পরিলক্ষিত হয়েছে, দান ক্রিয়ার মূলে

আছে বিভিন্ন ভিত্তি যেমন - সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, মনোস্তাত্ত্বিক বা নৈতিক । সামাজিক ভিত্তিমূলক স্তরে দান মূলতঃ সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য । যা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার মধ্যে দিয়ে হিত সাধনের নীতির কার্য্যকরী ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । যে নীতির মূলে অন্যতম প্রধান আদর্শ হল পরার্থবাদ ।

প্রথম পর্ব : 'দানক্ষেত্রে' সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধির প্রয়োগ ও দানের সীমাবদ্ধতা

- দর্শনে বিশেষতঃ নীতিদর্শনে যে উপযোগিতা তত্ত্বের আলোচনা পাওয়া যায়, তার প্রায় সমগোত্রীয় তত্ত্ব হল পরার্থবাদ (altruism) । পরার্থবাদ হল সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিস্বার্থ নিরপেক্ষ একটি ক্রিয়া, যা জনগণের স্বার্থে বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয় । এই ধরণের পরার্থবাদে অন্যের সাহায্যার্থে টাকা - পয়সা, জমি - যায়গা সহ, সময় এবং পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করা এই সবই অনুমোদিত । বলা বাহুল্য যে, এইধরণের পরার্থবাদীতত্ত্ব ব্যাপক অর্থে 'দান' শব্দটির প্রচলিত ব্যবহারসম । সামাজিক বিন্যাসের পরিকাঠামোয় পরার্থবাদ 'দান ক্রিয়া'কে অতিউপযোগী একটি অঙ্গ বলেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে । যার প্রাথমিক লক্ষ্যরূপে অন্যের মঙ্গল সাধন বা হিতসাধন নির্ধারিত বা ঘোষিত উদ্দেশ্য হলেও তা যে সবক্ষেত্রেই নিরপেক্ষভাবে সম্পাদিত হতে পারে এমন নয় এবং এই মর্মে বিভিন্ন সম্ভাবনারও উল্লেখ হয়েছে । যে সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কীভাবে জনসাধারণের হিতকল্পে পরিচালিত দান ক্রিয়াও এইরূপ প্রচলিত পরিসরের বাইরে বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয়েও 'দান' নামেই অভিহিত হয়। যা অবশ্যই 'দান' কী ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অপর ব্যক্তির স্বত্বাধিকারের নিবৃত্তিপূর্ব্বক কোন বিষয়ের 'দান' কেবল এইরূপ সংজ্ঞার্থেই নয় বরং ব্যাপকার্থে এর ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক পরিসরের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে বলে মনে করেছি । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা : ২৬১)

২)বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত দান সম্পর্কিত আলোচনার দার্শনিক, নৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রতিফলন কী ?

- দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা শিরোনামাঙ্কিত গবেষণাপত্রে আমার লক্ষ্য হল বেদ - উপনিষদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত 'দান' বিষয়ক বিভিন্ন মতের উল্লেখপূর্ব্বক তার বিচার বিশ্লেষণ ও দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ করা । গবেষণার মূল উদ্দেশ্য

অনুসারে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিত থেকে বিভিন্ন ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দান নামক কর্ম কীভাবে গৃহীত হয়েছে গবেষণাপত্রে তাই তুলে ধরারই চেষ্টা করা হয়েছে এবং এই সকল ক্ষেত্রে দানের যে একটি বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে সেই সম্বন্ধে নানাবিধ দানের স্বরূপও পর্যালোচনা করা হয়েছে । সেই উদ্দেশ্যে গবেষণাপত্রের সমগ্র আলোচনা বিন্যস্ত হয়েছে যে সাতটি অধ্যায়ে, সেখানে দান বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র সহ জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রীষ্টান দর্শন তথা ধর্মাদর্শে বর্ণিত দানতত্ত্ব ও সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত বাণিজ্য সংস্থাগুলির দান প্রকল্প ও তার সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিধির প্রভাব ও দান সম্পর্কিত ধর্মীয়, সামাজিক ও মনোস্তাত্ত্বিক বিধি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের তাৎপর্য্য নির্ণয়পূর্ব্বক উক্ত বিধিগুলির প্রভাব বা প্রতিফলন কীরূপ তাই নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছি । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১) যেমন -

প্রথম অধ্যায় : শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে দান
ঋগ্বেদ সংহিতায় দান

ধর্মীয় প্রভাব বা প্রতিফলন :

- ঋগ্বেদ সংহিতায় দান ধর্মীয়ভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতির এবং ঐশ্বরিক কৃপালাভের সহায়ক রূপে নির্দেশিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১০)

সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রতিফলন :

- ঋগ্বেদ সংহিতায় বর্ণিত দানতত্ত্বের মাধ্যমে সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সেইসময়ে কৃষি নির্ভর সমাজব্যবস্থাতে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয়তাও যে স্বীকার করা হতো তারও উল্লেখ ঋগ্বেদে 'দান' প্রসঙ্গের বর্ণনায় পাওয়া যায় ... এক্ষেত্রে 'দেবতা' শব্দটির ব্যাপকার্থে ব্যবহারই শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১২) ঋগ্বেদে বর্ণিত দানতত্ত্বের দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করেছি যে, ঋগ্বেদে দান কর্ম প্রসংসিত হলেও ক্ষেত্র বিশেষে কেন এই সম্পর্কে নিন্দামূলক মনোভাবও পোষণ করা হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১৩ - ১৫)

নৈতিক প্রতিফলন :

- ঋগ্বেদে বর্ণিত দানতত্ত্বে দান কর্মের প্রশংসার মধ্যে দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে সেই সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের পারস্পরিক দায়িত্ববোধসহ সমাজের প্রতি তাদের কর্ত্তব্য কর্ম এবং নৈতিক দায়িত্ব পালনের নির্দেশ । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১২ - ১৩)

মনুসংহিতায় বর্ণিত দানতত্ত্বে ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক ও দার্শনিক প্রতিফলন :

- মনুসংহিতানুসারে. .দেখা যায় যে, এই শাস্ত্রে দান যেমন চতুঃবর্ণের নিত্য কর্ত্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছিল তেমনি তা ধর্মীয় অনুশাসনের অঙ্গরূপেও বিবেচিত হয়েছিল । উল্লিখিত দানতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আরও জানা যায়, মনুসংহিতায় ধর্মরূপ কর্ত্তব্যকর্ম প্রসঙ্গে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ এবং ইন্দ্রিয় সংযম এর মতো সকল কর্মগুলিই সাধারণভাবে চতুঃবর্ণের সকলের জন্যেই সমানভাবে ধর্ম বা কর্ত্তব্যকর্ম রূপে নির্দেশিত হয়েছিল এবং গুণ ও কর্ম সামর্থ্যের ভিত্তিতে জীবিকার বৃত্তিভেদও তাদের জন্য শাস্ত্রানুসারে বর্ণভেদেই বিহিত হয়েছিল । অর্থাৎ দেখা যায় যে, সেই সময়ে সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির নিত্য কর্ত্তব্য ও জীবিকা বৃত্তির মধ্যে প্রভেদ স্বীকৃত ছিল ।..... (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১৮ - ২০)

- দান বিষয়ে মনুর এইরূপ নির্দেশের ভিত্তিতে একথা অনুমান করা যেতে পারে যে, উক্ত সকল ক্ষেত্রে দান ক্রিয়া ছিল কোন যজ্ঞানুষ্ঠানে সম্পন্ন দান, ...তাদের অন্নদান করার নির্দেশ করা হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ,পৃষ্ঠা - ২১)

- সংহিতানুসারে সাময়িক দানও দান । যেমন - আসনাদি অর্থাৎ আসন, ভোজন, শয়নের জন শয্যা, পানীয় এবং ফলমূল ইত্যাদি সকল উপচার দান দ্বারা গৃহস্থ তাঁর অতিথির সেবা বা সমাদর করবেন; তার অর্থ এই নয় যে, ভোজন ও পানীয় ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয় বা দ্রব্য যেমন - শয্যা , আসন ইত্যাদি বিষয় থেকে দাতা অর্থাৎ গৃহী নিজের অধিকার চিরকালের মত ত্যাগ কবেন। (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২১)

- এখন প্রশ্ন হতে পারে, এইরূপ ‘প্রদান’ অর্থে ‘দান’ শব্দটির যে ব্যবহার এক্ষেত্রে করা হয়েছে তা কি প্রকৃত অর্থে ‘দান’ শব্দ পদবাচ্য হয় ? যদি বলা হয় হ্যাঁ, তবে তো একথা বলতে হয় যে, ‘দান’ এর লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষের আশংকা হয় ।.....তাই এইরূপ দানও শাস্ত্রানুসারে প্রকৃত অর্থে ‘দান’ পদবাচ্য বলে নির্দেশিত হয়েছে। সংহিতানুসারে এইরূপে কেবল গ্রহীতার স্বার্থে প্রদত্ত বিষয়ের যথাযথ দান অদৃষ্ট বা ফল উৎপন্ন করতে পারে। (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২১ -২২)

- ধর্ম তথা ধর্মীয় কর্মের সঙ্গে দানের সাদৃশ্যের ইঙ্গিত করে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে,‘দান’ হল ধর্ম বা ধর্মীয় ক্রিয়ার একটি অঙ্গ ..... তেমনি যুগের পরিবর্তনে মানুষের সামর্থ্য যে সীমিত হয়েছে তাও

বলা হয়েছে । তাই এই প্রসঙ্গে ধর্ম বিষয়ে যুগহ্রাসানুরূপতারও উল্লেখ হয়েছে । দান ও ধর্ম বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় ধর্মীয় আচরণের পাশাপাশি রাজার কর্ত্তব্যকর্ম ও দান বিষয়েও বহু নির্দেশ পাওয়া যায় । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৩ -২৪)

- ....প্রতি ব্রাহ্মণের জন্যই বেদ জ্ঞান ছিল আবশ্যিক, নচেৎ তাঁরা ব্রাহ্মণ বর্ণের সম্মানের অধিকারী না হয়ে 'অকেজো' রূপে অবহেলার পাত্র বলে বিবেচিত হতেন । এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় নির্দেশিত হয়েছে, আপদ্‌কাল ছাড়া অন্য সকল সময়েই ব্রাহ্মণগণ এমন জীবিকার দ্বারা জীবন যাপন করবেন যাতে কোন প্রাণীর অনিষ্ট না হয়। এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ বর্ণের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে বেদ অধ্যাপনা ছাড়াও ঋত অর্থাৎ উঞ্ছশিল, অমৃত বা অযাচিত ভিক্ষা, মৃত বা যাচিত ভিক্ষালব্ধ খাদ্য, প্রমৃত বা কর্ষণ এবং সত্যানৃত বা বাণিজ্য বৃত্তিও অনুমোদিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৯)

- মনুসংহিতার এইরূপ মতের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন হতে পারে যে, তবে কি সংহিতানুসারে মৃত্যু নামক ঘটনা নিন্দিত হয়েছে ? ..... এইরূপ অনিবার্য্য সত্য নিন্দিত হলে ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত বিদেহ মুক্তির (মৃত্যুর পর আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তি কিংবা দেহ বিযুক্ত আত্মার মুক্তি বা কৈবল্য) ঘটনা কিরূপে মনুসংহিতায় ব্যাখ্যাত হবে তা ..... প্রশ্ন হল, যে কৃষি আমাদের অন্নের সংস্থান যোগায় সেই কৃষি বৃত্তিকে কেন সংহিতায় নিম্নমানের বলে উল্লেখ করা হল ? .....তবে এমন নয় যে, কৃষিকাজের কোন প্রয়োজনই সংহিতায় স্বীকৃত হয়নি । কারণ যিনি 'মহাপরিবারে কর্তা' অর্থাৎ 'মহাপরিগ্রহ' বা বহু পরিবারের কর্তা তিনি তাঁর প্রয়োজনে অনুসারে ক্ষেত্র বিশেষে যে ছয়টি ভিন্ন কর্ম সাধন পূর্ব্বক নিজ নিজ জীবিকা অর্জন করতে পারেন বলে উল্লিখিত হয়েছে তার মধ্যে কৃষি কার্য্যও অন্যতম একটি কার্য্য বলে মনুসংহিতায় স্বীকৃত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ৩১-৩২)

- প্রতিগ্রহ, প্রতিগ্রহ সামর্থ্য ও বিধি বিষয়ে মনুসংহিতার নির্দেশ থেকে সেই সময়ের সমাজব্যবস্থা এবং ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধেও অবগত হওয়া যায় । মনুসংহিতায় নির্দেশিত হয়েছে, 'যিনি ক্ষত্রিয় সন্তান নন সেরূপ রাজার কাছ থেকে প্রতিগ্রহ করা যাবে না .....এবিষয়ে মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ে নির্দেশিত হয়েছে - 'নিজের পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনবর্গ গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট পাইতেছে অথচ পরকে দান করিবার বেলা যাঁহার শক্তির ত্রুটি নাই , তাঁহার সেই দানধর্ম্ম, ধর্ম্মের ছায়ামাত্র , উহা আপাততঃ মধুর বটে, কিন্তু উহার পরিণাম বিষময়।' (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ৩৪ - ৩৮)

- যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য সংহিতায় বর্ণিত দানতত্ত্বেও পাওয়া যায় সেই সময়ের সমাজব্যবস্থা, সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তির একে অপরের প্রতি এবং সমাজের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ৫৫ - ৫৮)
- হারীত, উশন্, ব্যাস, অত্রি, শঙ্খ, বিষ্ণু সংহিতানুসারে বর্ণিত দানতত্ত্ব থেকেও জানা যায় সেই সময়ের সামাজিক অবস্থান , নৈতিক দায়িত্ব বোধ সম্বন্ধে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ৫৮ - ৬২)

- যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় নির্দেশিত শ্রাদ্ধ দান ও বিধিও সেই সময়ের সমাজচিত্রের পরিচয় প্রদান করে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ৬৬ - ৬৭)

উপনিষদে দান :

- উপনিষদ অংশেই বৈদিক সাহিত্য তথা চিন্তাভাবনার পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয় । ব্রহ্মতত্ত্ববাদী উপনিষদের মূল আলোচ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব । কারণ এইসকল উপনিষদ অনুসারে আত্মাই ব্রহ্ম। তাই আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান হল ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা । অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় সমূহের অধিকাংশেরই মূল ভিত্তি হল এই আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান ; যাকে উপলব্ধি করাই হল মনুষ্য জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য । উপনিষদ অনুসারে এইরূপ পরম লক্ষ্য লাভের অন্যতম সহায়ক হল ‘দান ক্রিয়া’। সেই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন উপনিষদে দান বিষয়ে বহু উল্লেখ, বর্ণনা ও নির্দেশ হয়েছে । উক্ত সকল বর্ণনা ও আলোচনার মধ্যে তিনটি বিষয়ের দান আলোচনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রূপে উল্লিখিতও হয়েছে, যেমন - বিদ্যাদান বা শিক্ষাদান এবং তার প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা , আত্ম -তত্ত্ব জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞান দান এবং অন্ন দান । তাই ‘দান’ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনে উল্লিখিত তিনটি বিভাগ সম্বন্ধে আমি সকল উপনিষদের মধ্যে কতকগুলি উপনিষদে বর্ণিত এই সকল বিভাগ বিষয়ক বর্ণনা ও নির্দেশের অনুসরণপূর্ব্বক তার সামাজিক, দার্শনিক ও নৈতিক তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ৬৯ - ৯১)

দ্বিতীয় অধ্যায় : ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে দান
মহাকাব্যে দান

- দান শব্দটির দ্বারা সাধারণভাবে কোন একজনের উদ্দেশ্যে অপর জনের কিছু দেওয়া কিংবা আরও সুস্পষ্টভাবে বলা যায় নির্দিষ্ট কোন বিষয় বা বস্তুর প্রতি স্বত্বনিবৃত্তিপূর্ব্বক একজন ব্যক্তির অপরজনকে

দেওয়া বোঝায় । তবে প্রতি ক্ষেত্রেই যে দান ক্রিয়া এইরূপে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি স্বত্বাধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তিকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হয় এমন নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহু দান ক্ষেত্রই আছে যা অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তিভিন্ন ভাবেও সংঘটিত হয় । এর উল্লেখ পুরাণ, মহাকাব্যসহ বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনেও পাওয়া যায়, যেমন - ধর্ম দান, উপদেশ দান, বাক্য দান ইত্যাদি । এই প্রসঙ্গে মহাকাব্যিক পরিসর বিশেষভাবে রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত বহু দানক্ষেত্রই অন্যতম দৃষ্টান্ত । যা অবশ্যই দান শব্দটির প্রচলিত ব্যবহারিক পরিসরে নতুন সংযোজন । এই বিষয়ে আলোচনায় অনুসারী হলে দেখা যায়, রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই দান শব্দটি প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে যেমন বিষয়বস্তু দান, দক্ষিণা দান ইত্যাদি অর্থে উল্লিখিত হয়েছে এবং সেই সকল ক্ষেত্রেই অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির প্রসঙ্গ স্বীকৃত হয়েছে ; তেমনি পাশাপাশি আশ্বাস দান, সম্মতি দান, পরিচয় দান, পরামর্শ দান এইরূপ বহু দান ক্ষেত্রেরই উল্লেখ হয়েছে যে স্থলগুলিতে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির কোন প্রসঙ্গ না থাকলেও এই স্থলগুলিও দান বলে উল্লিখিত হয়েছে । তাই বর্তমান অধ্যায়ের মহাকাব্যে দান এই পর্বে রামারণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত এইরূপ কিছু দানক্ষেত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক স্থলগুলির মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত সমাজতাত্ত্বিক, নৈতিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করেছি এইসকল ক্ষেত্রগুলি মহাকাব্যিক পরিসরে কীরূপে দান বলে বিবেচিত হয়েছে ..... (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ৯৪ - ১২৪)

- তৎকালীন সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য পরিচয় প্রদানের আবশ্যিকতা ছিল । .... পরিচয় প্রদানের মধ্যে দিয়ে জনক রাজা, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের বংশকূল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং নিজ কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন । পরবর্তী সর্গেই আবার দেখা যায় যে, এবার জনকরাজ রাজা দশরথের কাছে অনুমতি চেয়ে নিচ্ছেন তাঁর নিজের বংশ পরিচয় প্রদান করার জন্য । রাজা দশরথের কাছে তিনি অনুরোধ পূর্ব্বক বলছেন কন্যা সম্প্রদানের জন্য এইরূপ বংশ পরিচয় প্রদান আবশ্যিক তাই তাকে তাঁর পরিচয় প্রদানের সুযোগ করে দেওয়া হোক । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ৯৫ - ৯৬)

- রামায়ণ মহাকাব্যের কিষ্কিন্ধাকান্ডে বর্ণিত জীবন দানের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব , কর্ত্তব্য বোধের উল্লেখ পাওয়া যায় । ....যেখানে কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ সমগ্র জগৎবাসীর কল্যাণে সীতাহরণে ক্রুদ্ধ রামচন্দ্রের রোষের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর জেষ্ঠ্যকে শান্ত হতে পরামর্শ দিচ্ছেন, তাঁকে তাঁর ক্ষত্রিয়োচিত ধর্মের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন । যাতে করে সীতা হরণে অপরাধী ব্যতীত অন্য

কেউই কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সেই বিষয়ে লক্ষ্মণ উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কিত হয়েছিলেন । তিনি ঐরূপে তাঁর জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দান করে বহু নিরপরাধের জীবন দান করেছিলেন । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১০৫)

- স্বত্বাধিকারের ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কোন বিষয় - বস্তু কিংবা ব্যক্তি, অলঙ্কাররাজি, সহায় - সম্পত্তি, জমি- জিরেত কিংবা কোন পশু ইত্যাদির দানই দান ? সমর্পণও কি দান নয় ? এই প্রশ্নের উত্তরে রামায়ণ মহাকাব্যে বর্ণিত দানতত্ত্বের দার্শনিক তাৎপর্য্য বিশ্লেষিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১০৮)

- মহাভারত মহাকাব্যের শান্তিপর্বে বর্ণিত দানততত্ত্বের মধ্যে দিয়ে জানা যায় যে, 'দান' ভিত্তিক' এক পারস্পরিক অন্যোন্যজীবিতার সম্পর্ক দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের মধ্যেই মহাকাব্যের যুগ থেকেই প্রসিদ্ধ ছিলো । শুধু তাই নয়, উক্ত অর্থে দান শব্দটির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে একথাও বলা যায় যে, ধর্মীয় উপাসনার জীবনে যেসকল মানুষ রত হয়ে রয়েছেন তাঁদের আহার ও অন্যান্য জাগতিক প্রয়োজন পূরণ পূর্ব্বক তাদের জীবন রক্ষা করে তাঁদেরকে নির্বিঘ্নে উপাসনা করতে সহযোগীতা করাও যেন রাজা এবং অন্যান্য সকল গৃহস্থের দায় বা দায়িত্ব একথাই মহাভারতে 'দান' শব্দটির বর্তমান ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১১৫)

- জীবন দান প্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত কর্ণের কবচ - কুন্ডল দান প্রসঙ্গে এই দান 'অতিদান 'কী না সেই বিষয়ে দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং তার সম্ভাব্য উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে। (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১১৫ -১১৬)

- উভয় মহাকাব্যে বর্ণিত দানের গুরুত্ব বিচারের মধ্যে দিয়ে দানতত্ত্বের দার্শনিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১২২ -১২৪)

ভগবদগীতায় দান :

- ভগবদগীতা অনুসারে 'দান' নামক কর্ত্তব্যবুদ্ধি অবশ্যকর্ত্তব্য এবং চিত্তশুদ্ধিকর বলে বর্ণিত হয়েছে । তবে কামনাসহিত কোন দান এইরূপ নয় । যেকোন প্রকার আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে কেবল লোকরক্ষার্থে দেয় 'দান'ই অবশ্যকর্ত্তব্য এবং চিত্তশুদ্ধিকর বলে বর্ণিত হয়েছে । যার মধ্যে

দিয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধেরও উল্লেখ হয়েছে... যজ্ঞের সমান পুণ্যকর্মরূপে তুলনা করে গীতায় 'দান ক্রিয়া' যজ্ঞরূপেও উল্লিখিত হয়েছে । সমাজকে সুশৃঙ্খলরূপে চালিত করার জন্য প্রতি বর্ণের মানুষের জন্যেই স্বধর্মরূপে তাদের কর্ত্তব্য কর্ম এইরূপে বিহিত হয়েছে । তাই সমাজের সার্বিক মঙ্গলার্থে প্রতি বর্ণের মানুষই নিজ নিজ দায়বদ্ধতা পালন করতে পারেন তাঁদের স্বধর্ম সম্পাদনের দ্বারা । তার মধ্যে দিয়েই ঘটে সমাজের সার্বিক কল্যাণ এবং তাদের পরমসিদ্ধি । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১৩০)

- সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে দানের ত্রিবিধ প্রকারের মধ্যে দিয়েও ভগবদগীতায় সামাজিক অবস্থান, ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বোধের উল্লেখ হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১৩১ - ১৩৩)

- শ্রেষ্ঠ দান বিচারের মধ্যে দিয়ে ভগবদগীতায় বর্ণিত দানতত্ত্বের দার্শনিক তাৎপর্য্য বিশ্লেষিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১৩১ - ১৩৩)

- কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নির্দেশিত রাজার কর্ত্তব্য, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি এবং বিশেষ করে পররাষ্ট্র নীতির মধ্যে দিয়ে দানের যেরূপ গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে তৎকালীন সামাজিক পরিকাঠামো ও কূটনীতি । যে আলোচনার মধ্যে দিয়ে এর দার্শনিক তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করা হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১৩৮ - ১৪৭)

তৃতীয় অধ্যায় : জৈন দর্শনে দান :

- জৈন দর্শনেও দান ক্রিয়া ধর্মনৈতিক ক্রিয়ারূপে বিজ্ঞাপিত ও সমর্থিত হওয়ায় ভোগসর্বস্ববাদের বিরোধিতা করা হয়েছে এবং অনাগারী শ্রমণ ও আগারী শ্রাবক উভয়ের জন্যেই দান কর্ত্তব্য - কর্ম বা ব্রতরূপে নির্দেশিত হয়েছে। তবে তা কোনভাবেই জীবন বিরোধী মতরূপে উপস্থাপিত বা গৃহীত হয়নি । কারণ শ্রমণ ব্যতিরিক্ত আগারী শ্রাবকের অবস্থানও জৈন দর্শনে যথেষ্ট গুরুত্ব সহযোগে গ্রাহ্য হয়েছে । তাই গবেষণাপত্রে দান বিষয়ক জৈন ধর্মের আলোচনাটি দুটি পর্বে বিন্যস্ত হয়েছে : প্রথম পর্বে জৈন ধর্মনীতিতে অপরাপর স্বীকৃত ধর্মনৈতিক ক্রিয়া কর্মের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে দানের অবস্থান কোথায় তা বিচার করে দেখতে চেষ্টা করা হয়েছে । দ্বিতীয় পর্বে প্রধানত দান প্রক্রিয়ার স্বরূপ সহ এর বিভিন্ন প্রকার ও ফল, দানের বিষয় এবং দানক্ষেত্রে দাতার ভূমিকা ইত্যাদি

বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । উভয় পর্বের আলোচনাই জৈন ধর্মে বর্ণিত দানতত্ত্বের সামাজিক গুরুত্ব, নৈতিক দায়িত্ব বোধ ও দার্শনিক পর্যালোচনাকে কেন্দ্র করেই উপস্থাপিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১৪৯- ১৭৯) বিশেষভাবে অহিংসা, অস্তে'য় ও অপরিগ্রহ ব্রতে দান প্রসঙ্গে বর্ণিত জৈন মতে প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব বোধ । এই পর্বের আলোচনায় দান প্রসঙ্গে জৈন মতের দার্শনিক গুরুত্বও বিচার্য্য হয়েছে। (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১৫৪ - ১৫৭) জৈন দর্শনে যে চতুর্বিধ দানের প্রকারের নির্দেশ হয়েছে তাতে মূলতঃ সামাজিক দায়িত্ববোধই অগ্রাধিকার পেয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১৬৯ - ১৭১)

চতুর্থ অধ্যায় : ত্রিপিটকের ভিত্তিতে বৌদ্ধদানতত্ত্বের পর্যালোচনা

- বৌদ্ধসাহিত্যে দান বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান নিবন্ধে মূলতঃ ত্রিপিটকের কিছু গ্রন্থ সূত্র এবং এর বিভিন্ন শ্রেণী বা 'নিকায়' ধরে 'দান' বিষয়ক আলোচনায় বুদ্ধ মতের অনুসরণ করতে প্রচেষ্টা করেছি । এইরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধদর্শনে বর্ণিত ও নির্দেশিত দানতত্ত্বে সমাজে গৃহী এবং ভিক্ষু সন্ন্যাসীদের জীবন যাপনের পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্যে দিয়ে যেমন এক সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তেমনি বুদ্ধের দান নির্দেশের মধ্যে দিয়ে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের পারসপরিক দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা ইত্যাদিও গুরুত্ব সহকারে বিচার্য্য হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১৮২ - ১৮৫)
- সঙ্ঘদানের বৈশিষ্ট্য , সঙ্ঘ দান ও শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করেই উপস্থাপিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১৯৯ - ২০০)
- মিলিন্দপ্রশ্ন , কূটদন্তের যজ্ঞে বর্ণিত দানতত্ত্বসহ পৃথকভাবে আলোচিত বৌদ্ধ দানতত্ত্বের মধ্যে দিয়েও উপস্থাপিত হয়েছে এক অভিনব সমাজচিত্র । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২০৭ - ২১৭)

পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামধর্মে দান

- ইসলাম ধর্ম যে মূল পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত , তার মধ্যে দান অন্যতম একটি । ইসলাম ধর্মানুসারে 'দান ক্রিয়া' কেবল ধর্মীয় অনুশাসনের অঙ্গ রূপেই নয় বরং তা ব্যক্তির স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য বলেই স্বীকৃত হয়েছে । এই ধর্মানুসারে 'দান' করার তাগিদ ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ বা স্বরূপগত। তাই সংশ্লিষ্ট ধর্মের ব্যক্তিগণ তাদের অভ্যন্তরীণ কর্ত্তব্যবোধের দায়বদ্ধতায় 'দান কর্ম ' সম্পাদন করেন । এই ধর্ম স্বীকৃত সকল নীতিই যদিও তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক থেকে বিভিন্ন

বিষয়ের আলোচনার উপরে আলোকপাত করে । ইসলাম ধর্ম স্বীকৃত দানের প্রকার তাই কোথাও যেমন ব্যক্তির আবশ্যিক কর্ত্তব্য তেমনি আবার কোথাও বা তা ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা প্রসূতও । ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত এই উভয় প্রকার দানেরই ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক স্তরে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২২৯- ২৩৩)

- ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত আবশ্যিক দান, যা প্রদানে অস্বীকারে শাস্তি হয়, সেইরূপ বাধ্যতামূলক কর্ত্তব্য বোধও কীরূপে দান বলে বিবেচিত হতে পারে সেই সূত্রে দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৩৬-২৩৮)

ষষ্ঠ অধ্যায়

খ্রীষ্ট ধর্ম ও অন্যান্য সভ্যতায় দান : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

- খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসারে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় ও স্বতোপ্রনোদিত ভাবে কোন কিছু অপরের সাহায্যে দেওয়াই হল দান । খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসারে অন্যের মঙ্গল সাধনের লক্ষ্যে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় ও স্বতোপ্রনোদিত ভাবে কোন কিছু অপরের সাহায্যে দেওয়াই হল ‘দান’ । ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব পালনের অন্যতম উপায় বা অঙ্গ হল ‘দান’ । এখানে ‘দান’ শব্দটির অর্থ হল পরম ভালবাসা যেখানে স্বার্থের উদ্দেশ্য থাকবেনা, থাকবেনা সমাজের নিয়ম নীতিজনিত কোন দায়বদ্ধতা, থাকবে শুধু অন্তরের আকুতি । এই ধরণের ব্যবহারে দান ক্রিয়াকে হতে হবে পরহিতে সাধিত মঙ্গলময় একটি ক্রিয়া । তবে এই মঙ্গলক্রিয়া যে কেবল অন্যকে সাহায্য করার মধ্যে দিয়েই সাধিত হবে এমন নয় বরং কখনও নিজের, জাতির এমনকী ব্যাপকার্থে সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্যেও দানের নির্দেশ হয়েছে । এইরূপ খ্রীষ্টীয় নির্দেশে ধর্মীয়ভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ‘উৎসর্গ’ অর্থে দানের যে নির্দেশ হয়েছে । তাতে যেমন ধর্মীয় অনুশাসনের উল্লেখ হয়েছে, তেমনি চিত্রিত হয়েছে সামাজিক পরিকাঠামোগত অবস্থান, একইসূত্রে নির্দেশিত হয়েছে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের পারস্পরিক নৈতিক দায়িত্ববোধও । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৩৬-২৩৮)

- ‘দান’ শব্দটির ব্যবহার প্রসঙ্গে অন্যান্য সভ্যতার মত আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, সেখানে কোথাও এই দান শব্দটি তার পরিসরে উপহার প্রদান এই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে বিনিময় উপহার প্রাপ্তির অবশ্যসম্ভব্যতার এক নতুন মাত্রার যেমন সংযোজন করেছে তেমনি আবার

কোথাওবা এইরূপ দানকর্ম ব্যক্তি ও সমাজ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সাধিত হলেও তার পদ্ধতি হয়েছে অতি কঠিন ও কঠোর । দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণের প্রক্ষিতে এইরূপ পদ্ধতিগত কঠোরতার গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৪১-২৪৬)

- তার সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতা যেমন - উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় এবং মেলানেশীয়দের সভ্যতা এবং মায়া, ইন্‌কা এবং আজতেক পৃথিবীর অন্যতম এই তিন প্রাচীন সভ্যতায় বর্ণিত দান ও উৎসর্গতত্ত্বের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য পাওয়া যায় তার দার্শনিক তাৎপর্য্য আলোচিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৪৬-২৫৭)

- এছাড়াও খ্রীষ্টধর্ম ও চার সভ্যতায় বর্ণিত দান ব্যবস্থা এবং দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে যে সমাজব্যবস্থার চিত্র একত্রে পাওয়া যায় সেই বিষয়েও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৫৭-২৫৯)

সপ্তম অধ্যায়

দান প্রসঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস

- হিতসাধনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অতি পরিচিত দান কর্মে মূলতঃ প্রাধান্য পায় উপযোগিতা তত্ত্ব । এইরূপ উপযোগিতা তত্ত্বের প্রায় সমগোত্রীয় তত্ত্ব হল পরার্থবাদ (altruism)। পরার্থবাদ হল সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিস্বার্থ নিরপেক্ষ একটি ক্রিয়া, যা জনগণের স্বার্থে বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয় । এই ধরণের পরার্থবাদে অন্যের সাহায্যার্থে টাকা - পয়সা, জমি - যায়গা সহ, সময় এবং পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করা এই সবই অনুমোদিত । বলা বাহুল্য যে, এইধরণের পরার্থবাদীতত্ত্ব ব্যাপক অর্থে ‘দান’ শব্দটির প্রচলিত ব্যবহারসম । যা সাম্প্রতিককালের দান ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য বলেই উল্লিখিত হয় । সেই সূত্রেই এই অধ্যায়ে দান প্রসঙ্গের উল্লেখ হয়েছে । এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে এমন কতকগুলি ক্ষেত্র যেখানে দেখা যায় যে, কীভাবে জনসাধারণের হিতকল্পে পরিচালিত ‘দান’ ক্রিয়াও এইরূপ প্রচলিত পরিসরের বাইরে বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয়েও ‘দান’ নামেই অভিহিত হয় । যা অবশ্যই ‘দান’ শব্দটির ব্যবহারিক পরিসরের বিস্তৃতি ঘটায় । তার মধ্যে দিয়েই পাওয়া যায় বর্তমান সামাজিক অবস্থান । এই সূত্রে এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে ভারতবর্ষের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় দান

ক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্ম অথচ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় সেই বিধিগুলিসহ দানের সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলির আলোচনা করা হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৬১- ২৭২)

- দান বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে বেদ - উপনিষদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল অবধি যেসকল বর্ণনা, নির্দেশ ও তথ্যাদির আলোচনা বর্তমান গবেষণাপত্রে প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম পর্ব পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে তার নিরিখে দানের দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণকল্পে আলোচিত হয়েছে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনোস্তাত্ত্বিক এর প্রতিটিই হল দানের এক একটি ভিত্তি বা স্তর । যে স্তরগুলির প্রতিটিই পরস্পর থেকে ভিন্নভাবে উল্লিখিত হলেও দান সম্পর্কে তারা প্রত্যেকেই একে অপরের সঙ্গে ওতোপ্রোত সম্পর্কে যুক্ত । তবে দানের দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণকল্পে মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তির আলোচনা যে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্য্যপূর্ণ তা গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৭৩- ২৮২)

৩) 'দান' সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ভাবধারার সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সামঞ্জস্য ও পার্থক্য :

- 'দান' সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ভাবধারা অর্থে যদি বৈদিক ভাবধারায় বর্ণিত দানতত্ত্বের উল্লেখ করা হয়, তবে তার সঙ্গে অবৈদিক জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বর্ণিত দানতত্ত্বসহ অন্যান্য যেমন - মায়া, ইনকা ও আজতেক সভ্যতায় বর্ণিত দানতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনায় উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং পার্থক্য উভয়ই পরিলক্ষিত হয় । যেমন, বৈদিক সাহিত্যের পরিসরে প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত যে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের সন্ধান পাওয়া যায়, তার মূল কেন্দ্রে ছিল অধ্যাত্মমনোভাবে পরিচালিত আত্ম - সচেতনতা । যেখানে ধর্মের প্রভাব ছিল অতি তাৎপর্য্যপূর্ণ । বেদানুসারী জীবনচর্যায় অভ্যস্ত ভারতীয় সভ্যতায় মানুষের জীবনের চরম বা পরম লক্ষ্য মোক্ষ বা মুক্তি হলেও সেই সময় সমাজ ব্যবস্থায় 'ধর্ম' শব্দটি নানান উপচারে দেব- দেবীর পুজার্চনা করে তাঁদের সন্তুষ্টি বিধান পূর্ব্বক তাঁদের আশির্বাদ লাভ করা কেবল এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থেই নয় বরং পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ক্ষেত্রবিশেষে আরও ব্যাপক অর্থে যেমন - ধারক, পোষক, প্রতিপালক এবং রক্ষকসহ কর্ত্তব্য - কর্ম এই অর্থেও গৃহীত হয়েছে । এইরূপে বৃহৎ পরিসরে ব্যবহৃত ধর্ম শব্দটির প্রয়োগে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় 'দান ক্রিয়া' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিগ্রহণ করেছে । সময়ের ধারাবাহিক পরিবর্তনে বর্তমানে যে ভাবনাতেও ছোঁয়া লেগেছে

অভিনবত্বের, কৌশলের এবং অবশ্যই ব্যবহারের । (অভিন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১) বিভিন্ন দর্শন ও আদর্শে বর্ণিত দানতত্ত্বে যেরূপে দান - এর ধর্মীয় ভিত্তির উল্লেখ হয়েছে সেখানে ব্যক্তি কল্যাণসহ সমাজের কল্যাণও সুবিহিত হয়েছে । ঋগ্বেদে দান শব্দটি ধর্মীয় সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গরূপে যজ্ঞ ..... ভগবদগীতায় সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের ভিন্নতায় 'দান' ত্রিবিধ আকারে আলোচিত হয়েছে এবং সাত্ত্বিক দান অর্থে মনুসংহিতাসহ অন্যান্য সংহিতার মতো করেই শিক্ষিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিষ্কামভাবে দান করাই একমাত্র উত্তম শ্রেণির দান বলে বিবেচনা করা হয়েছে । যা কিনা ব্যক্তির মোক্ষলাভেরও সহায়ক বলে বর্ণিত হয়েছে । রাজসিক ও তামসিক দান জন্য ফললাভ হতে পারে তবে তা যেহেতু কাম্য ফললাভের জনকরূপে মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় তাই সকলের শ্রেষ্ঠ দানরূপে সাত্ত্বিক দানই অধিক উৎসাহিত হয়েছে । (দানের ধর্মীয় ভিত্তি, অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৭৩) অর্থাৎ ঋগ্বেদে যেখানে ব্যক্তি মঙ্গল এবং তার মধ্যে দিয়ে সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে দানকর্ম চালিত হত পরবর্তীতে যথাক্রমে তা মনুসংহিতাসহ অন্যান্য সংহিতায় ও ভগবদগীতায় স্বধর্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম অর্থে পরিচালিত হয়েছে । কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও রাজ্য শাসনের প্রয়োজনে দান যেমন কখনও রাজার চতুর্বিধ কর্ত্তব্যের মধ্যে অন্যতম কর্ত্তব্য রূপে ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি আবার রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য রাজার কর্ত্তব্যরূপে কৌশল অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে ।

- একইভাবে জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনেও দানতত্ত্ব ব্যক্তির কল্যাণসহ সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যেও বর্ণিত ও নির্দেশিত হয়েছে ..... অহিংস আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে জৈন দর্শনে শ্রমণ ও শ্রাবকদের জন্য মূলব্রতরূপে পঞ্চমহাব্রত ও পঞ্চঅণুব্রতের যেমন উল্লেখ হয়েছে তার মধ্যে দিয়েই গৃহী বা শ্রাবকের জীবনের ধর্মীয় মানের উন্নতি কল্পে শ্রমণদের ধর্মীয় সাধনার ধারাবাহিক ক্রমানুসারীতা বজায় রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। (দানের ধর্মীয় ভিত্তি, অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৭৩) জৈন ও বৌদ্ধ উভয় দর্শনেই যথাক্রমে শ্রমণদের জীবন - যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পার্থিব বস্তুগুলির দান গৃহী বা শ্রাবকদের জন্য এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবন - যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পার্থিব বস্তুগুলির দান ও গৃহীদের অন্যতম কর্ত্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছে । এখানে বিষয় বস্তুর দান অর্থে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সহ ঔষধ পথ্য ইত্যাদি বিষয়ের নির্দেশ করা হয়েছে । এইরূপ দান ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শ্রমণগণের বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পার্থিব চাহিদার পূরণ এবং ধর্মীয় সাধনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে যথাক্রমে শ্রাবক বা গৃহীদের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় উপদেশ দান এবং তার মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় মানের উন্নতির নির্দেশ করা হয়েছে । (দানের ধর্মীয় ভিত্তি, অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৭৩)

- দান সম্পর্কে প্রতিটি ভিত্তিমূলক স্তর যেভাবে বর্ণিত ও আলোচিত হয়েছে সেখানে দানের মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ও তার বিচার অন্যতম । কারণ দান বিষয়ে বিভিন্ন স্তর ও নির্দেশিত আদর্শে যে সকলক্ষেত্রেই দানের একইরকম ব্যবহার কিংবা প্রয়োগ বর্ণিত হয়েছে এমন নয় । বরং এই বিষয়ে দানের দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ করতে গেলে দেখা যায় যে, দান প্রসঙ্গে দাতা সর্বদাই যে কেবল অপরের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই চালিত হন এমন নয় বরং ক্ষেত্রবিশেষে নিজের অপরাধবোধ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে, পাপের ক্ষয় সাধন, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব, মর্যাদা রক্ষা, খ্যাতির উদ্দেশ্যে এই সকল কারণেও দান করেন । যেমন ধর্মীয় অর্থে শুচিতা সাধনের লক্ষ্যে ইসলাম আদর্শে যে দান বর্ণনা পাওয়া যায় তার কারণই হল যেন অপরাধবোধের মুক্তি , আবার মনুসংহিতায় যাঞ্চাকারী মাত্রেই বিধি বর্হিভূত অল্প দানের ও ইসলাম আদর্শে যে সাদাকা দানের উলেখ হয়েছে উভয়ক্ষেত্রেই লক্ষ্য হল পাপের ক্ষয় সাধন করা । আবার মহাকাব্যিক পরিসরে মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত রাজার দান ধর্ম প্রসঙ্গে পরামর্শ দান, রাজার কর্ত্তব্য অর্থে দান ইত্যাদির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হল মর্যাদা রক্ষা, খ্যাতি লাভ ইত্যাদি । এইভাবে দেখা যায় সামাজিক কল্যাণের আদর্শে পরিচালিত দান তত্ত্বের প্রতি ক্ষেত্রেই আছে যেমন সাদৃশ্য তেমনি আছে বৈসাদৃশ্য । সাদৃশ্য ক্ষেত্রগুলির উল্লেখ করলে দেখা যায় সবক্ষেত্রেই দান ক্রিয়ার প্রধান স্তম্ভরূপে আছে যেমন দাতা এবং গ্রহীতার উপস্থিতি, তেমনি আছে দানীয় দ্রব্যসহ দান সম্পর্কিত বিধির উপস্থিতি । গ্রহীতার প্রয়োজন অনুসারে দানীয় দ্রব্যের নির্বাচন করে দান করা ইত্যাদি । গ্রহীতার কল্যাণ এবং তার মধ্যে দিয়ে দাতাসহ সমাজের কল্যাণের ধারণা। তেমনি আবার ভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্যের দিকে আছে দান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধির বিভিন্নতা, স্বেচ্ছায় দানসহ বাধ্যতামূলক দানের ধারণা । সাম্প্রতিককালের বাণিজ্য সংস্থাগুলির দান প্রয়োগে বাধ্যতামূলকভাবে আইনী সহ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি ও প্রভাবের উপস্থিতি । যেখানে দান ক্রিয়া প্রচলিত ব্যবহারিক পরিসর থেকে সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র । (অভিসন্দর্ভ ,পৃষ্ঠা - ২৭৯) যেমন বৌদ্ধ দর্শনে ধর্মদানই অন্যান্য দানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে । বৌদ্ধ দর্শনে দানীয় বিষয়ের ভিন্নতায় আমিষ দান বা দ্রব্য দান এবং ধর্ম দান এইরূপ দ্বিবিধ প্রকারে উল্লিখিত হলেও ধর্মদান শ্রেষ্ঠ দানরূপে বিবেচিত এবং নির্দেশিত হয়েছে । ..... এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে বিহার দান, বেণুবনদান, বৌদ্ধ সংঘের উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা দানের গুরুত্ব । বর্ণিত হয়েছে আত্ম দান অর্থে আত্মবলিদানের প্রসঙ্গ, পুণ্যদান, কালদান ইত্যাদিও । (দানের ধর্মীয় ভিত্তি, অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৭৩) অন্যদিকে জৈন দর্শনে ‘দান’ মূলতঃ সমাজে অহিংস আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার এক অন্যতম মাধ্যমরূপে আলোচিত হয়েছে। (দানের ধর্মীয় ভিত্তি, অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৭৬) । যা বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বর্ণিত দান তত্ত্বের মূল লক্ষ্যরূপে ঘোষিত হয়নি ।

- আবার বৈদিক কিংবা অবৈদিক জৈন এবং বৌদ্ধ দানে কোন প্রকার দানই অস্বীকারে শাস্তির উল্লেখ না হলেও ইসলাম ধর্মে বর্ণিত ও নির্দেশিত বাধ্যতামূলক দান 'জাকাত ' প্রদানে অস্বীকার করলে অদাতার উদ্দেশ্যে শাস্তির উল্লেখ হয়েছে .... এই বিষয়গুলির 'দান' যে কেবল 'জাকাত' এর জন্যই সংগৃহীত হবে এবং সেই উদ্দেশ্যেই খরচ হবে এমন নয় , বরং তা সমাজের দীন - দরিদ্র , অসহায় মানুষদের জন্য কিংবা নির্ধারিত অন্যান্য যেকোন জনকল্যাণমূলক কর্মের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে , এবিষয়ে দাতাগণের কোন ব্যক্তি মতামত থাকতে পারে না। তাদের দায়িত্ব কেবল আল্লার নির্দেশ অনুসারে মুক্ত মনে 'দান' করা । এটি তাদের পরম কর্ত্তব্য, যার অন্যথায় তাদেরকে যেকোন প্রকার ধর্মীয় শাস্তি পেতে হবে । ('জাকাত' দানের গ্রহীতা, অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২২৭) খ্রীষ্টান ধর্মে নির্দেশিত দান ব্যবস্থায় গ্রহীতার প্রতি দাতার যে আন্তরিক দায়বদ্ধতা, তথা ব্যাকুলতা বা আকুতির উল্লেখ হয়েছে, তাতে যেন পরোক্ষে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের আকুতির উল্লেখই হয়েছে । যে আন্তরিক দায়বদ্ধতার উল্লেখ ইসলাম ধর্মে নির্দেশিত জাকাত দান প্রসঙ্গেও পরিলক্ষিত হয় । (দানের ধর্মীয় ভিত্তি, অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ২৭৪) খ্রীষ্টান ও ইসলাম উভয় ধর্মেই নির্দেশিত দানতত্ত্বের মধ্যে দিয়ে যেরূপে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি বিধানের প্রসঙ্গের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি মায়া, ইনকা ও আজতেক সভ্যতাতে নির্দেশিত দানতত্ত্বেও ঈশ্বরের সন্তুষ্টি বিধানের প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে । তবে এইরূপ ক্রিয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে যে হিংসাত্মক উপায় অবলম্বনের তেমন কোন হিংসাত্মক উপায়ের উল্লেখ বৈদিক ধর্মে নির্দেশিত দানতত্ত্বে পরিলক্ষিত হয় না । আবার ভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্যের দিকে আছে দান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধির বিভিন্নতা, স্বেচ্ছায় দানসহ বাধ্যতামূলক দানের ধারণা । সাম্প্রতিককালের বাণিজ্য সংস্থাগুলির দান প্রয়োগে বাধ্যতামূলকভাবে আইনী সহ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি ও প্রভাবের উপস্থিতি । যেখানে দান ক্রিয়া প্রচলিত ব্যবহারিক পরিসর থেকে সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র । (অভিসন্দর্ভ ,পৃষ্ঠা - ২৭৯)

৪) শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থের মৌলিক পার্থক্য

- বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। কারণ বৈদিক ঋষিগণ ধর্মের স্বরূপ বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে অবগত হয়ে সেই বিষয় উপদেশ প্রদান করতেন তাঁদের পরবর্তী ঋষিগণকে । যাঁরা এইরূপ উপদেশ বাক্য শ্রবণের মাধ্যমে ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁদের পরবর্তী ঋষিগণকে সেই বিষয় সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করতেন। শ্রবণ পরম্পরায় এইরূপে বৈদিক জ্ঞান বিধৃত হত বলে বেদের অপর নাম

হয় 'শ্রুতি'। ('এইসকল মুনিগণ নিজেদেরকে 'সত্য- শ্রুতঃ' নামে অভিহিত করতেন, তাই তাঁদের শ্রবণলব্ধ জ্ঞানই 'শ্রুতি' নামে অভিহিত হয় '। [অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ৮])বৈদিক সাহিত্য অনুসারে বেদ নিত্য, অভ্রান্ত, সনাতন ও অপৌরুষেয় । প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের মতে বেদই মানুষের ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের উপায় । বৈদিক সাহিত্য অনুসারে বেদ থেকেই মানুষ নিজের ধর্ম বা কর্ত্তব্য এবং অধর্ম বা অকর্ত্তব্য বিষয়ে অবগত হতে পারে । দেখা যায় যে, বৈদিক সাহিত্যে 'ধর্ম' শব্দটি ধর্মীয় অনুশাসন ও ব্রতাদি কর্ত্তব্যসহ নিত্যদিনের কর্ত্তব্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় । পরবর্তীকালে এই বেদার্থ স্মরণ করে বেদ অনুসারী আচার -আচরণ বিষয়ে যে শাস্ত্রে অবগত করানো হয় সেই শাস্ত্রকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র । ধর্ম এই শাস্ত্রের মূখ্য প্রতিপাদ্য হওয়ায় এই সকল শাস্ত্রকে ধর্মশাস্ত্রও বলা হয় । প্রতি বেদই আবার সংহিতা নামেও পরিচিত । বর্ণ ধর্ম অনুসারে যে শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্মের উল্লেখ প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় অনুশাসনরূপে মান্যতা লাভ করেছিল তার উল্লেখ মন্ত্রসংহিতাংশেও পাওয়া যায় । ঋগ্বেদ সংহিতা ছিল তার মধ্যে প্রাচীনতম । মনুস্মৃতি খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত অন্যতম প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র । যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা খ্রীষ্টাব্দে রচিত অন্যতম স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র । সেই সূত্রেই বর্তমান গবেষণাপত্রে স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রে 'দান' বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় বর্ণিত ও নির্দেশিত 'দান' বিষয়ক আলোচনা থেকে শুরু করে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, হারীত সংহিতা, ব্যাস সংহিতা, উশন্ সংহিতা, অত্রি সংহিতা, শঙ্খ ও বিষ্ণু সংহিতার প্রসঙ্গ উল্লিখিত ও আলোচিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা - ৫৫- ৬৮)

৫)'দান' সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত ও নির্দেশিত ভাবনার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য কী আছে ?

- দান যেরূপে ঋগ্বেদে এবং ভগবদ্গীতায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে সেখানে এদের মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়ের উপস্থিতিই পরিলক্ষিত হয় । একেবারে গোড়ার দিকের আলোচনা থেকে শুরু করলে দেখা যায় যে, ঋগ্বেদে দান যেরূপে ব্যক্তি মঙ্গল এবং তার মধ্যে দিয়ে সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত হত বলে বর্ণিত হয়েছে , সেইরূপ ব্যক্তি মঙ্গল ও সামাজিক কল্যাণের তত্ত্ব ভগব্গীতায় নির্দেশিত দানের ত্রিবিধ প্রকাররূপে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক দানের ব্যাখ্যাতেও পাওয়া যায় । তবে ভগবদ্গীতায় দান কেবল ব্যক্তি বা সমাজের কল্যাণ অর্থেই নয় বরং স্বধর্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম অর্থেও নির্দেশিত ও পরিচালিত হয়েছে । আবার ভগবদগীতায় সাত্ত্বিক দান উৎসাহিত হলেও ঋগ্বেদে এইরূপ বক্তব্য পাওয়া যায় না । (দানের মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তি, অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা - ২৭৯)

৬) 'দান' সম্পর্কে শ্রুতি ও স্মৃতিধর্মশাস্ত্রের ভাবনায় কী কোন পার্থক্য রয়েছে ? যদি থাকে তাহলে সেটি কোন অবস্থান থেকে ?

- শ্রুতি ও স্মৃতিধর্মশাস্ত্রের ভাবনায় 'দান' যেরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে সেখানে এদের মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়ের উপস্থিতিই পরিলক্ষিত হয় । একেবারে গোড়ার দিকের আলোচনা থেকে শুরু করলে দেখা যায় যে, ঋগ্বেদে যেখানে ব্যক্তি মঙ্গল এবং তার মধ্যে দিয়ে সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে দানকর্ম চালিত হত পরবর্তীতে যথাক্রমে তা মনুসংহিতাসহ অন্যান্য সংহিতায় ও ভগবদ্গীতায় স্বধর্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম অর্থে পরিচালিত হয়েছে । (দানের মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তি, অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা - ২৭৯)
- ঋগ্বেদে প্রদান কিংবা ফলের ভিত্তিতে দানের কোন প্রকার ভেদের উল্লেখ সেই অর্থে না পাওয়া গেলেও ভগবদ্গীতায় দানের ত্রিবিধ প্রকাররূপে সাত্ত্বিক , রাজসিক ও তামসিক দানের উল্লেখ হয়েছে। (দানের মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তি, অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা - ১৩১)
- আবার মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণগণকে দান শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হলেও .....দানক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ যে সর্বদাই প্রশংসিত হয়েছেন এমন নয়, কারণ গ্রহীতারূপে বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণগণ নিন্দিতও হয়েছেন । এই প্রসঙ্গে বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণগণকে দান করা হলে দাতা নিম্নগামী হন এমনও অনুশাসন শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে । এইরূপে শাস্ত্রে সাত্ত্বিক দানে শ্রেষ্ঠতার বিচার প্রসঙ্গে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ অর্থহীন বলে উল্লিখিত হয়েছে । (দানের প্রকার, অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১৩২)
- শ্রুতিশাস্ত্র ঋগ্বেদে দান যেমন কোন বিষয় বস্তুর দান, এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিংবা ব্যপক পরিসরে সাহায্যকারী বিষয়ের দান অর্থেও প্রযুক্ত হয়েছে ।

- কৌটিল্যের শাস্ত্রে রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য রাজার কর্ত্তব্য কৌশল অর্থে এবং জৈন, বৌদ্ধ ও ইসলাম আদর্শে মূলতঃ ব্যক্তি কল্যাণসহ সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে প্রযুক্ত হয়েছে । এইরূপ সামাজিক কল্যাণের আদর্শে পরিচালিত দান তত্ত্বের প্রতি ক্ষেত্রেই আছে যেমন সাদৃশ্য তেমনি আছে বৈসাদৃশ্য। সাদৃশ্য ক্ষেত্রগুলির উল্লেখ করলে দেখা যায় সবক্ষেত্রেই দান ক্রিয়ার প্রধান স্তম্ভরূপে আছে যেমন দাতা এবং গ্রহীতার উপস্থিতি, তেমনি আছে দানীয় দ্রব্যসহ দান সম্পর্কিত বিধির উপস্থিতি । গ্রহীতার প্রয়োজন অনুসারে দানীয় দ্রব্যের নির্বাচন করে দান করা ইত্যাদি । গ্রহীতার কল্যাণ এবং তার মধ্যে দিয়ে দাতাসহ সমাজের কল্যাণের ধারণা । আবার ভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্যের দিকে আছে দান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধির বিভিন্নতা, স্বেচ্ছায় দানসহ বাধ্যতামূলক দানের ধারণা । সাম্প্রতিককালের বাণিজ্য সংস্থাগুলির দান প্রয়োগে বাধ্যতামূলকভাবে আইনীসহ সামাজিক ও

রাজনৈতিক বিধি ও প্রভাবের উপস্থিতি । যেখানে দান ক্রিয়া প্রচলিত ব্যবহারিক পরিসর থেকে সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র ।

৭) শ্রুতি শাস্ত্রের প্রতিনিধিত্বস্থানীয় গ্রন্থরূপে ঋগ্বেদে বর্ণিত দানতত্ত্বের আলোচনার কারণ :

- বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। কারণ বৈদিক ঋষিগণ ধর্মের স্বরূপ বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে অবগত হয়ে সেই বিষয় উপদেশ প্রদান করতেন তাঁদের পরবর্তী ঋষিগণকে । যাঁরা এইরূপ উপদেশ বাক্য শ্রবণের মাধ্যমে ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁদের পরবর্তী ঋষিগণকে সেই বিষয় সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করতেন। শ্রবণ পরম্পরায় এইরূপে বৈদিক জ্ঞান বিধৃত হত বলে বেদের অপর নাম হয় 'শ্রুতি'। ('এইসকল মুনিগণ নিজেদেরকে 'সত্য- শ্রুতঃ' নামে অভিহিত করতেন, তাই তাঁদের শ্রবণলব্ধ জ্ঞানই 'শ্রুতি' নামে অভিহিত হয় '। [অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ৮])বৈদিক সাহিত্য অনুসারে বেদ নিত্য, অভ্রান্ত, সনাতন ও অপৌরুষেয় । [অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ৮] প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের মতে বেদই মানুষের ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের উপায় । বৈদিক সাহিত্য অনুসারে বেদ থেকেই মানুষ নিজের ধর্ম বা কর্ত্তব্য এবং অধর্ম বা অকর্ত্তব্য বিষয়ে অবগত হতে পারে । দেখা যায় যে, বৈদিক সাহিত্যে 'ধর্ম' শব্দটি ধর্মীয় অনুশাসন ও ব্রতাদি কর্ত্তব্যসহ নিত্যদিনের কর্ত্তব্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় ।
- প্রতি বেদই আবার সংহিতা নামেও পরিচিত । বর্ণ ধর্ম অনুসারে যে শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্মের উল্লেখ প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় অনুশাসনরূপে মান্যতা লাভ করেছিল তার উল্লেখ মন্ত্রসংহিতাংশেও পাওয়া যায় । ঋগ্বেদ সংহিতা ছিল তার মধ্যে প্রাচীনতম । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ৯)। তাই দান বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে ঋগ্বেদ সংহিতা দিয়ে আলোচনা শুরু করেছি । তবে গবেষণাকালের স্বল্প পরিসরে শ্রুতি শাস্ত্রের অন্যান্য সংহিতা যেমন - সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদে দান বিষয়ক কোন আলোচনা বা নির্দেশের অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি । (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১) এই প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ্য যে, দান বিষয়ে এই সকল ধর্ম ও দর্শন অতিরিক্ত অন্যান্য ধর্মে, শাস্ত্রে এবং বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের দান বিষয়ে বহু নির্দেশ ও মতবাদ পাওয়া যায় । তবে দান বিষয়ে গবেষণাকালীন স্বল্প পরিসরে সেই সকল মতের আলোচনা এই গবেষণাপত্রে করা সম্ভব হয়নি। (অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১)

৮) স্মৃতির স্মারক হিসেবে মনুসংহিতায় নির্দেশিত ও বর্ণিত দানতত্ত্বের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা :

- বৈদিক সাহিত্যে 'ধর্ম' শব্দটি ধর্মীয় অনুশাসন ও ব্রতাদি কর্ত্তব্যসহ নিত্যদিনের কর্ত্তব্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় । পরবর্তীকালে এই বেদার্থ স্মরণ করে বেদ অনুসারী আচার -আচরণ বিষয়ে যে শাস্ত্রে অবগত করানো হয় সেই শাস্ত্রকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র । ধর্ম এই শাস্ত্রের মূখ্য প্রতিপাদ্য হওয়ায় এই সকল শাস্ত্রকে ধর্মশাস্ত্রও বলা হয় ।
- প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে 'মনুসংহিতা' উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থের নাম । কেউ কেউ মনে করেন বৈদিক সভ্যতার উত্তরকালে তার আদর্শ - ভাবধারাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই ধর্মগ্রন্থটির ভূমিকা তাৎপর্য্যপূর্ণ । 'ধর্মশাস্ত্র' রূপেই কেবল নয় বরং 'স্মৃতিশাস্ত্র' রূপেও এর উল্লেখ হয়। (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা - ১৭) 'মনুস্মৃতি' বা 'মনুসংহিতা' খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত হওয়ায় অন্যতম প্রাচীন এই স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র । সেই সূত্রেই বর্তমান গবেষণাপত্রে স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রে 'দান' বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় বর্ণিত ও নির্দেশিত 'দান' বিষয়ক আলোচনা থেকে শুরু করে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, হারীত সংহিতা, ব্যাস সংহিতা, উশন্ সংহিতা, অত্রি সংহিতা, শঙ্খ ও বিষ্ণু সংহিতার প্রসঙ্গ উল্লিখিত ও আলোচিত হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা -৫৫- ৬৮)

৯) স্মৃতির স্মারক হিসেবে মনুসংহিতায় নির্দেশিত ও বর্ণিত দানতত্ত্বের আলোচনা অতিরিক্ত অন্যান্য গ্রন্থে নির্দেশিত ও বর্ণিত দানতত্ত্বের আলোচনা :

- বৈদিক সাহিত্যে 'ধর্ম' শব্দটি ধর্মীয় অনুশাসন ও ব্রতাদি কর্ত্তব্যসহ নিত্যদিনের কর্ত্তব্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় । পরবর্তীকালে এই বেদার্থ স্মরণ করে বেদ অনুসারী আচার -আচরণ বিষয়ে যে শাস্ত্রে অবগত করানো হয় সেই শাস্ত্রকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র । ধর্ম এই শাস্ত্রের মূখ্য প্রতিপাদ্য হওয়ায় এই সকল শাস্ত্রকে ধর্মশাস্ত্রও বলা হয় । যেমন - মনুস্মৃতি খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত অন্যতম প্রাচীন এই স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র । যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা খ্রীষ্টাব্দে রচিত অন্যতম স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র । সেই সূত্রেই বর্তমান গবেষণাপত্রে স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রে 'দান' বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় বর্ণিত ও নির্দেশিত 'দান' বিষয়ক আলোচনা থেকে শুরু করে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, হারীত সংহিতা, ব্যাস সংহিতা, উশন্ সংহিতা, অত্রি সংহিতা, শঙ্খ ও বিষ্ণু সংহিতার প্রসঙ্গ উল্লিখিত ও আলোচিত হয়েছে (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা - ৫৫- ৬৮)। স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রে 'দান' বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে

আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন উপনিষদ যেমন - তৈত্তিরীয়, মুন্ডক, কঠোপনিষদ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, প্রশ্নপোনিষদে বর্ণিত দানতত্ত্ব (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা - ৬৯ - ৯৩)।

১০) দ্বিতীয় অধ্যায় : ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে দান শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা ।

- দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে দান । এই অধ্যায়ে দান বিষয়ে আলোচিত হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত কিছু দানক্ষেত্র যেখানে দান শব্দটি প্রচলিত অর্থ যেমন - বিষয় দান , দক্ষিণা দান, অন্ন বা আহার দান ইত্যাদি সহ ব্যাপকার্থে পরিচয় দান, সান্ত্বনা দান, বর দান, জীবন দান, আশ্বাস দান, সম্মতি দান, পরামর্শ দান এইরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে । এইসূত্রে দান শব্দটির এইরূপ ব্যাপকার্থে ব্যবহারের সঙ্গে এর প্রচলিত ব্যবহারের সঙ্গতি এবং তাৎপর্য্য কীরূপ তা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছি । (ভূমিকা , অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ৩)

- দান শব্দটির দ্বারা সাধারণভাবে কোন একজনের উদ্দেশ্যে অপর জনের কিছু দেওয়া কিংবা আরও সুস্পষ্টভাবে বলা যায় নির্দিষ্ট কোন বিষয় বা বস্তুর প্রতি স্বত্বনিবৃত্তিপূর্ব্বক একজন ব্যক্তির অপরজনকে দেওয়া বোঝায় । তবে প্রতি ক্ষেত্রেই যে দান ক্রিয়া এইরূপে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি স্বত্বাধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তিকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হয় এমন নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন বহু দান ক্ষেত্রই আছে যা অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তিভিন্ন ভাবেও সংঘটিত হয় । এর উল্লেখ পুরাণ, মহাকাব্যসহ বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনেও পাওয়া যায়, যেমন - ধর্ম দান, উপদেশ দান, বাক্য দান ইত্যাদি । এই প্রসঙ্গে মহাকাব্যিক পরিসর বিশেষভাবে রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত বহু দানক্ষেত্রই অন্যতম দৃষ্টান্ত । যা অবশ্যই দান শব্দটির প্রচলিত ব্যবহারিক পরিসরে নতুন সংযোজন । এই বিষয়ে আলোচনায় অনুসারী হলে দেখা যায়, রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই দান শব্দটি প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে যেমন বিষয়বস্তু দান, দক্ষিণা দান ইত্যাদি অর্থে উল্লিখিত হয়েছে এবং সেই সকল ক্ষেত্রেই অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির প্রসঙ্গ স্বীকৃত হয়েছে ; তেমনি পাশাপাশি আশ্বাস দান, সম্মতি দান, পরিচয় দান, পরামর্শ দান এইরূপ বহু দান ক্ষেত্রেরই উল্লেখ হয়েছে যে স্থলগুলিতে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির কোন প্রসঙ্গ না থাকলেও এই স্থলগুলি দান বলে উল্লিখিত হয়েছে । তাই বর্তমান অধ্যায়ের মহাকাব্যে দান এই পর্বে রামারণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত এইরূপ কিছু দানক্ষেত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক স্থলগুলির দার্শনিক বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করেছি এইসকল ক্ষেত্রগুলি মহাকাব্যিক পরিসরে কীরূপে দান বলে বিবেচিত

হয়েছে । একইভাবে অর্থশাস্ত্রে মহামতি কৌটিল্যের দান নির্দেশ প্রসঙ্গেও আলোচিত হয়েছে কীরূপে দান শব্দটি কেবল বিষয় দান অর্থেই নয় বরং ব্যাপকার্থে কৌশল অর্থেও গৃহীত হয়েছে । এই উদ্দেশ্যেই অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অথ্যায়ের শিরোনাম ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে দান করা হয়েছে । (মহাকাব্যে দান , অভিসন্দর্ভ , পৃষ্ঠা - ৯৪)

১১) দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনামে অর্থশাস্ত্রে দান উল্লিখিত হলেও অভিসন্দর্ভের অধ্যায়ে 'কৌটিল্যের পররাষ্ট্রনীতিতে দান' বিষয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা :

- প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিশাস্ত্রের অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ হল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র । মহামতি কৌটিল্যের সময়ে বর্ণ ধর্ম এবং তদনুসারী কর্ত্তব্য কর্ম এইরূপ ধর্মীয় অনুশাসন ও মনোভাবের বাইরে গিয়ে মানুষ নতুন ভাবে তাদের জীবন যাত্রা গঠন করতে উৎসাহী হয়েছিল । সেই সময়ে মানুষের মননে স্থান লাভ করেছিল আধুনিকতা । ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করেছিলেন । যার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব অর্থশাস্ত্রেও পরিলক্ষিত হয় । 'অর্থ' শব্দটির প্রচলিত সাধারণ ব্যবহার ছিল টাকা - পয়সা , ধন- সম্পত্তি ইত্যাদি । আবার ধর্মের প্রেক্ষিতে শব্দটি জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে ' সৎ পথে উপার্জিত অর্থরূপ পুরুষার্থ' এই অর্থেও গৃহীত হয়েছে। ধর্মীয় সদাচারের লক্ষ্যে 'অর্থ' শব্দটি বিভিন্ন যজ্ঞ জন্য আচরণীয় কাম্য বা বাসনা ফল এই অর্থেও প্রযুক্ত ছিল। এখন অর্থশাস্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে যদি 'অর্থ' বলতে টাকা - পয়সা কিংবা ধন-সম্পদ এইরূপ নির্দেশ করা হয় তবে অর্থশাস্ত্র 'অর্থ'সংক্রান্ত শাস্ত্ররূপে নির্দেশিত হবে । কিন্তু কৌটিল্য নিজেই তাঁর অর্থশাস্ত্রকে শাসনবিধি বলে উল্লেখ করায় একথা বোঝা যায় যে, তা কেবল অর্থনীতি কিংবা 'অর্থ'সংক্রান্ত শাস্ত্র ছিল না । কৌটিল্যের মতে যে বিদ্যার দ্বারা রাজ্যজয়, রাজ্যরক্ষা এবং রাজ্যে সুষ্ঠু ভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করার শাসনবিধি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, তাকে বলা হয় অর্থশাস্ত্র । আবার অর্থশাস্ত্র শব্দের অন্তর্গত 'অর্থ' শব্দটিকে বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করে কৌটিল্য ভূমির উল্লেখও করেছেন। মহামতি কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্রে' মানুষের বসবাস যোগ্য ভূমিকে এবং সেই ভূমিতে তাদের বৃত্তি বা জীবনধারণের উপায় নির্দেশকারী এই উভয় অর্থেই 'অর্থ' শব্দটির ব্যবহার করেছেন । সেই সময়ে মানুষের বসবাস যোগ্য ভূমি ছিল বিনিময়ের মাধ্যম । তাই তিনি বলেছেন - মনুষ্যযুক্ত ভূমিকেই আমরা অর্থ বলতে পারি - মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ । আবার সেই মানুষের জীবন ধারণের উপযোগী বৃত্তিও অর্থ , মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ । এইরূপে উভয় ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র শব্দটির তাৎপর্য্য নির্ণয়ে

বলেছেন, যেহেতু মনুষ্যবর্তী ভূমিই হল অর্থ, তাই যে শাস্ত্রে সেই ভূমির লাভ ও পালনের উপায় বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় অর্থশাস্ত্র ।

- সমসাময়িক উন্নত ও আধুনিক রাষ্ট্রভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে যেভাবে তদানীন্তন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রচিন্তার চিত্র অঙ্কিত করেছিলেন সেখানে দেখা যায়, মূলতঃ দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রাচীন ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হতো । প্রথমতঃ ধর্ম ও নীতিবোধের আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট তথা সামাজিক শাসন ব্যবস্থা, দ্বিতীয়তঃ পররাষ্ট্রনীতির সম্প্রসারণ এবং জটীল কূটনীতিগত রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান ধারণা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা । বলা বাহূল্য যে, রাষ্ট্রের যথাযথ শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে রাষ্ট্রচিন্তার এই দ্বিতীয় ধারা অনুসারেই রাজার ভূমিকা তথা কর্ত্তব্য নির্দেশিত হয়েছে । রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করার লক্ষ্যে রাজার জন্য নির্দেশিত সকল বিধি মধ্যে কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে দান বিষয়ে বহু নির্দেশ করেছেন । সেই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে কৌটিল্যের উপদেশাবলি ছিল মূলতঃ এই বিষয়ে মনু প্রদত্ত উপদেশেরই অনুরণন । উভয়ের মধ্যে বৈস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে শুধু এই কথাই বলা যেতে পারে যে, মনুর সব উপদেশই ছিল মূলতঃ রাজার কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম ভিত্তিক। মনুর সব উপদেশই বর্ণ অনুসারে রাজার কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলে নির্দেশিত হলেও কৌটিল্যের উপদেশের লক্ষ্য ছিল রাজ্যের শাসনকার্য্য সুপরিচালিত করার উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক রাজ্যনীতির সম্প্রসারণ । তবে তাঁর নির্দেশে রাজার এইরূপ পররাষ্ট্রনীতি রাজার ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম অর্থেই উপস্থাপিত হয়েছে ।
- রাষ্ট্র পরিচালনা প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রধারায় প্রাধান্য পেয়েছিল পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক তত্ত্ব । রাজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারে রাজা সর্বদাই সুকৌশলী হবেন, এমন মতের উল্লেখ এখানে পাওয়া যায় । দেখা যায় যে, রাজ্য পরিচালনার এই দ্বিতীয় ধারায় যেকোন উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি তত্ত্ব সমর্থিত হওয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মীয় বিধানের অমোঘ নিয়মও শিথীল হয়েছে । এইরূপ রাষ্ট্রধারায় রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে রাজার জন্য যেসকল কর্ত্তব্য কর্মের নির্দেশ পাওয়া যায়, তার মধ্যে ‘দান’ ব্যবস্থা ছিল অন্যতম । এক্ষেত্রে পররাষ্ট্র তথা তার নায়ককে জয় করার লক্ষ্যে ‘দান’ক্রিয়া রাজার কাছে কেবল উপহার অর্থেই নয় বরং কৌশল নীতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে । বলা বাহল্য অর্থশাস্ত্র এর পরিচয় প্রসঙ্গে এইরূপ পররাষ্ট্রনীতির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে । যা অবশ্যই দান শব্দটির ব্যবহারিক পরিসরের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে । তাই ‘দান’ বিষয়ে অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্থশাস্ত্রে দান বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে মহামতি কৌটিল্যের পররাষ্ট্রনীতিতে দান প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে।

১২) প্রথমত : / প্রথমতঃ উভয় বানানের ব্যবহার

একটি অনুচ্ছদের শুরুতে প্রথম, দ্বিতীয় এইরূপে ব্যবহারের প্রয়োজনে প্রথমত শব্দটিতে (ঃ) বিসর্গের সংযোজন করা হয়েছে । (অভিসন্দর্ভ পৃষ্ঠা - ৪৭)

১৩) ঋগ্বেদ ও ঋক্‌বেদ উভয় বানানের ব্যবহার

অভিসন্দর্ভে 'ঋগ্বেদ' এবং 'ঋক্‌বেদ ' উভয় শব্দই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।

১৪) 'দান' বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যায়ের মেইনটেক্সটে অথবা ফুটনোটে প্রদত্ত ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র ও গ্রন্থের শ্লোক ও উদ্ধৃতির উল্লেখ :

অভিসন্দর্ভে 'দান' বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে সকল অধ্যায়ে সম্ভব না হলেও কয়েকটি অধ্যায়ের মেইনটেক্সটে অথবা ফুটনোটে প্রদত্ত ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র ও গ্রন্থের শ্লোক ও উদ্ধৃতির উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছি । যেমন -

দ্বিতীয় অধ্যায় : ধর্মশাস্ত্র ও অথ্রশাস্ত্রে দান প্রসঙ্গে রামায়ণ মহাকাব্যে বর্ণিত দানতত্ত্ব প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে --

পরিচয় অর্থে দান শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ :

.....রাজা দশরথ জনক রাজ্যে উপস্থিত হয়ে রামচন্দ্র ও লক্ষণের জন্য জনক রাজার দুই কন্যা সীতা ও উর্মিলার প্রার্থনা করেন । তিনি জনক রাজাকে অনুরোধ করেন যোগ্য পাত্রের সঙ্গে যোগ্য কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য । এই অবসরে রাজা দশরথের বংশ 'পরিচয় প্রদান' করেন তাঁরই ইচ্ছানুসারে ঋষি বশিষ্ঠ । [১]

---

১. বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো বৈদেহমিদমব্রবীৎ । বিদিতং তে মহারাজ ইক্ষ্বাকুকুল দৈবতম্ ।। ১৬
বক্তা সর্বেষু কৃত্যেষু বশিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ । বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ ।।১৭
এষ বক্ষ্যতি ধর্মাত্মা বসিষ্ঠো মে যথাক্রমম্ । তূষ্ণীম্ভূতে দশরথে বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ ।।১৮
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো বৈদেহং সপুরোধসম্ । অব্যক্তপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ ।।১৯
তস্মান্নরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ । বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ ।। ২০
মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্বমিক্ষ্বাকুশ্চ মনোঃ সুতঃ । তমিক্ষ্বাকুমোযোধ্যায়াং রাজানাং বিদ্ধি পূর্বকম্ ।।২১ (*রামায়ণ, আদিকাণ্ড,* সর্গ - ৭০, খন্ড- প্রথম, পৃ: ১৪৮) (মহাকাব্যে দান , অভিসন্দর্ভ , পৃষ্ঠা - ৯৫)

- এইরূপ বংশ পরিচয় প্রদান আবশ্যিক তাই তাকে তাঁর পরিচয় প্রদানের সুযোগ করে দেওয়া হোক। রাজ্ঞা জনকেন স্ববংশস্য কীর্তনম্, শ্রীরাম - লক্ষ্মণয়োর্হস্তে সীতায়া ঊর্মিলায়াশ্চ সম্প্রদানবিষয়ে প্রতিজ্ঞা।[২] এরপরে দেখা যায়, রাজা দশরথের অনুরোধে বশিষ্ঠের দ্বারা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সঙ্গে জনক রাজার দুই কন্যা সীতা ও ঊর্মিলার বিবাহ বিষয়ে সম্মতি দান ।[৩]
- অযোধ্যাকাণ্ডেও এইরূপ পরিচয় প্রদানের বর্ণনা পাওয়া যায় । সেখানে দেখা যায় যে, দশরথ পুত্র ভরত ভরদ্বাজমুনির কাছে তাঁর সকল মায়ের পরিচয় প্রদান করে বনবাসরত রামের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে দেখা করতে যাওয়ার জন্য পথনির্দেশের অনুরোধ করছেন এবং তারপর তিনি মুনি ভরদ্বাজের নির্দেশ মতো তার সুবিশাল সেনাবাহিনী সহ চিত্রকূট অভিমুখে যাত্রা করছেন ।[৪] অরণ্যকাণ্ডেও এইরূপ পরিচয় দানের উল্লেখ পাওয়া যায় । চৌদ্দ বছরের বনবাসের জন্য পঞ্চবটী বনে যাওয়ার সময় পথে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয় জটায়ুর । তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করায় জটায়ু নিজেকে তাঁদের পিতা দশরথের বন্ধু স্থানীয় বলে উল্লেখ করে রামচন্দ্রের কাছে নিজের কূলের পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁদের বনবাস কালে সীতাকে যেকোন বিপদে রক্ষা করবেন এই মর্মে রামচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করেন । অরণ্যকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে যে, মহাবলশালী জটায়ুর এই প্রতিশ্রুতিতে রামচন্দ্র অতি সন্তুষ্ট ও প্রীত হন।[৫] অরণ্য কাণ্ডেই আবার পরিচয় প্রদানের দ্বিতীয় বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায় । সেখানে দেখা যায় পরিচয় দাতা দশানন রাবণ নিজের সত্য পরিচয় গোপন করে সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করে সীতার কাছে নিজেকে ব্রাহ্মণ অতিথি বলে পরিচয় প্রদান করছেন । এক্ষেত্রে পরিচয় দাতা নিজের পরিচয় প্রদানে ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন।[৬] দশানন এক্ষেত্রে নিজের পরিচয় গোপন করে সীতার সঙ্গে ছলনা করলেও পরিবর্তে সীতা তা অনুমান করতে না পেরেও

---

২. *রামায়ণ, আদিকাণ্ড,* সর্গ - ৭১, (খন্ড- প্রথম, পৃ : ১৫১)

৩. জনকস্যেচ্ছয়া সাঙ্কাশ্যানগরীতঃ স্বীয়ভ্রাতুঃ কুশধ্বজস্যানয়নম্, রাজ্ঞোদশরথস্যানুরোধেন বসিষ্ঠেন সূর্যবংশস্য পরিচয়দানম্, শ্রীরাম- লক্ষ্মণয়োর্হস্তে জনককন্যায়াঃ সীতায়াঃ ঊর্মিলায়াশ্চ সম্প্রদানবিষয়ে বসিষ্টস্যানুমোদনম্ । (ঐ, *আদিকাণ্ড,* সর্গ - ৭০)

৪. মুনের্ভরদ্বাজস্য সমীপে প্রত্যাবর্তন - প্রার্থনম্, শ্রীরামস্যাশ্রমং গন্তুং পথনির্দেশ প্রাপ্তিশ্চ, মুনিনা জিজ্ঞাসিতস্য ভরতস্য স্বীয়মাতৃণাং পরিচয়দানম্ । তদনন্তরং সুবিশালসেনাবাহিন্যা সহ চিত্রকূটমভি ভরতস্য যাত্রা চ । (ঐ, *অযোধ্যাকাণ্ড,* সর্গ - ৯২, খন্ড- প্রথম, পৃ : ৪১৪)

৫. 'পঞ্চবটীমভিগমনসময়ে পথি জটায়ুনা সহ শ্রীরামাদীনাং সাক্ষাৎকারঃ, রামসমীপে তস্য বিস্তৃতবিচিত্রপরিচয়দানঞ্চ। (ঐ, *অরণ্যকাণ্ড,* সর্গ - ১৪, খন্ড- প্রথম, পৃ : ৫৮৫)

৬.. 'সন্ন্যাসিরূপং পরিগৃহ্য সীতাসমীপে রাবণস্য গমনম্, অতিথিরূপেণ পরিচয়দানম্, সীতয়া তস্যাভ্যর্থনা চ ।। (ঐ, ঐ, সর্গ - ৪৬, পৃ : ৫১৩) (মহাকাব্যে দান , অভিসন্দর্ভ , পৃষ্ঠা - ৯৬)

জৈন দর্শনে দান (তৃতীয় অধ্যায়)

জৈন দর্শনানুসারে 'পঞ্চমহাব্রত' হল - 'অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ'; জৈন দর্শনানুসারে সংক্ষেপে বলা যায়, 'ব্রত' পদের অর্থ হল হিংসা, অসত্য, স্তেয়, অব্রহ্মচর্য্য ও পরিগ্রহ থেকে বিরত থাকা ।[২] এই ব্রতগুলি যে যে ক্ষেত্রে কঠোর নিয়মের সঙ্গে সার্বিকভাবে পালন করা হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে ব্রতগুলি মহাব্রত পর্যায়ভুক্ত হয় । আবার এই ব্রতগুলির পালনে হিংসাদির স্থূল থেকে আংশিক বিরতি স্বীকার করার ক্ষেত্রে বা কঠোরতার মান যেখানে শিথিল করা হয়েছে সেক্ষেত্রে এই ব্রতগুলি অণুব্রত বলে গৃহীত হয় । গৃহস্থদের জন্যই মূলত অণুব্রত মান্যতা পেয়েছে । .....

---

২. হিংসানৃতস্তেয়াব্রহ্মপরিগ্রহেভ্যো বিবর্তিব্রতম্ ।।
দেশসর্বতোহণুমহতী ।।২
তত্ত্বার্থসূত্র , উমাস্বতি, ৭.১ - ২ সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধ্রুপদী জৈন সূত্র গ্রন্থ তত্ত্বার্থসূত্র (তত্ত্বার্থাধিগমঃসূত্র রূপেও পরিচিত) এবং সূত্রকার উমাস্বতি (কখনও উমাস্বামিও বলা হয়) । এর পূর্বে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত জৈন দর্শনের প্রবক্তারূপে কুন্ডককুন্ড, সিদ্ধসেন দিবাকর ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য । (অভিসন্দর্ভ , পৃষ্ঠা - ১১৫)

বুদ্ধ বচনের নিরিখে দান ও তার ফল :

ভগবান বুদ্ধের মতে দান বহু প্রশংসনীয় ও মহাফলপ্রদ । দানের দ্বারা সর্বজ্ঞতা লাভ হয় । এই দানের মাধ্যমেই যে নির্ব্বাণ লাভ করা সম্ভব এই বিষয়ে জাতকে ভগবান বুদ্ধের পূর্ব জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আদীপ্ত জাতকেও দেখা যায়, ' সাতজন প্রত্যেক - বুদ্ধ রাজার দান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দেন । উঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন তিনি দানের মহাফল কীর্তন করিয়া 'মহারাজ অপ্রমত্ত হউন' বলিয়া রাজাকে উপদেশ দিলেন' ।[৩২]

---

৩২. অপর পাঁচ প্রত্যেক - বুদ্ধ দানের প্রশংসা করিয়া বলেন,
''দান বহু প্রশংসার্হ, নাহিক সংশয়,
দানাপেক্ষা ধর্মপদ শ্রেষ্ঠ অতিশয় ।
তদূর্ধে নির্বাণ, যাহা দান - প্রজ্ঞা - বলে
লভিলেন সাধুগণ পূর্ব পূর্ব কালে । '' আদীপ্ত - জাতক, ৪২৪, গৃহীত *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম,* পৃ : ৫৬৪

(অভিসন্দর্ভ , পৃষ্ঠা - ২০৬)

১৫) মহাভারতে ব্যাখ্যাত 'দান' ও রামায়ণে ব্যাখ্যাত 'দান' এর সম্পর্ক কী ?

- দান শব্দটির দ্বারা সাধারণভাবে কোন একজনের উদ্দেশ্যে অপর জনের কিছু দেওয়া কিংবা আরও সুস্পষ্টভাবে বলা যায় নির্দিষ্ট কোন বিষয় বা বস্তুর প্রতি স্বত্বনিবৃত্তিপূর্ব্বক একজন ব্যক্তির অপরজনকে দেওয়া বোঝায় । তবে প্রতি ক্ষেত্রেই যে দান ক্রিয়া এইরূপে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি স্বত্বাধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তিকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হয় এমন নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন বহু দান ক্ষেত্রই আছে যা অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তিভিন্ন ভাবেও সংঘটিত হয় । এর উল্লেখ পুরাণ, মহাকাব্যসহ বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনেও পাওয়া যায়, যেমন - ধর্ম দান, উপদেশ দান, বাক্য দান ইত্যাদি । এই প্রসঙ্গে মহাকাব্যিক পরিসর বিশেষভাবে রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত বহু দানক্ষেত্রই অন্যতম দৃষ্টান্ত । যা অবশ্যই দান শব্দটির প্রচলিত ব্যবহারিক পরিসরে নতুন সংযোজন । এই বিষয়ে আলোচনায় অনুসারী হলে দেখা যায়, রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই দান শব্দটি প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে যেমন বিষয়বস্তু দান, দক্ষিণা দান ইত্যাদি অর্থে উল্লিখিত হয়েছে এবং সেই সকল ক্ষেত্রেই অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির প্রসঙ্গ স্বীকৃত হয়েছে ; তেমনি পাশাপাশি আশ্বাস দান, সম্মতি দান, পরিচয় দান, পরামর্শ দান এইরূপ বহু দান ক্ষেত্রেরই উল্লেখ হয়েছে যে স্থলগুলিতে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির কোন প্রসঙ্গ না থাকলেও এই স্থলগুলি দান বলে উল্লিখিত হয়েছে । তাই বর্তমান অধ্যায়ের মহাকাব্যে দান এই পর্বে রামারণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত এইরূপ কিছু দানক্ষেত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক স্থলগুলির দার্শনিক বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করবো এইসকল ক্ষেত্রগুলি মহাকাব্যিক পরিসরে কীরূপে দান বলে বিবেচিত হয়েছে । (মহাকাব্যে দান, অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ৯৪)

- এইভাবে দেখা যায় যে, রামায়ণ মহাকাব্যের বিভিন্ন খন্ডে ভিন্নরূপ অর্থের প্রেক্ষিতে 'দান' শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ মূল 'দান' শব্দটির ব্যবহারের পরিসরকে সুবিস্তৃত করেছে । ঐসকল অর্থে 'দান' শব্দটির গ্রহণে রামায়ণে এর ব্যাপ্তি ও তাৎপর্য্য যেমন সুবিস্তৃত হয়েছে তেমনি গুরুত্বের মাত্রাকে আরও বেশি গভীরভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছে । তবে তার অর্থ এমন নয় যে, যে সকল ক্ষেত্রে কেবলই বিষয় বা বস্তু প্রদান অর্থেই 'দান' শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ হয়েছে সেখানে এর তাৎপর্য্য কম গুরুত্বপূর্ণভাবে পরিবেশিত হয়েছে । বরং এই প্রসঙ্গে একথাই বলা যায় যে, রামায়ণের পরিসরে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলির নতুন সংযোজন 'দান' শব্দটির ব্যবহারিক পরিধিকে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করেছে । মহাকাব্যিক পরিসরে এইরূপ ব্যাপকার্থে 'দান' শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ তা যে কেবল রামায়ণের পরিসরেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে বা সীমিত থেকেছে এমন নয়, বরং মহাভারতেও একইভাবে প্রচলিত অর্থ থেকে ভিন্নার্থে 'দান' শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ হয়েছে ।

তাই এই অধ্যায়ের পরবর্তী পর্বে এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মহাভারত মহাকাব্যের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে 'শান্তিপর্বে' বর্ণিত কতকগুলি ক্ষেত্রের আলোচনা করে দেখাতে চেষ্টা করবো যে, এক্ষেত্রেও কীভাবে প্রচলিত অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে বিশেষভাবে 'দান' শব্দটির ব্যবহার বা উল্লেখ হয়েছে । (রামায়ণ ও দান, জীবন দান, অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১০৮)

- প্রশ্ন হতে পারে দান বিষয়ে গবেষণা প্রসঙ্গে মহাকাব্যিক পরিসরে রামায়ণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত উক্ত ক্ষেত্রগুলির তাৎপর্য্য কীরূপ ? দান - এর দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে বর্তমান অধ্যায়ের এই পর্বে আমার উদ্দেশ্য হল মহাকাব্যিক পরিসরে প্রচলিত অর্থসহ ভিন্নার্থে দান শব্দটির প্রয়োগের উল্লেখ ও তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা । সেখানে দেখা যায় প্রচলিত অর্থে বিষয় বস্তুর দানসহ, দক্ষিণা দান, ভূ- সম্পত্তি দান ইত্যাদির যেমন প্রয়োগ ও ব্যবহার হয়েছে যেখানে দাতার দানে গ্রহীতার চাহিদার পূরণ হয়েছে, তার অভাব দূর হয়েছে এবং সর্বোপরি তার সন্তোষবিধানও হয়েছে । ঠিক সেই প্রকারেই পরিচয় দান , আশ্বাস দান , সংবাদ দান, সান্ত্বনা দান, সম্মতি দান, পরামর্শ দান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একইভাবে দাতার দানে গ্রহীতার উপকার সাধন হয়েছে। যদিও এইরূপ দানে দাতার নিজের কোন বিষয় বস্তুর প্রতি নিজের স্বত্বাধিকারের নিবৃত্তির প্রসঙ্গ নেই তবুও থাকে গ্রহীতার পরম সন্তোষ যা তাকে তার অসহায় অবস্থা থেকে মুক্ত করে , তার পরম সন্তোষ বিধান করে । গ্রহীতার ক্ষেত্রে এইরূপ দান অনেক সময়েই এমন হয় যা কোন বিষয় বস্তুর প্রাপ্তির আনন্দকেও অতিক্রম করে যায় । যেমন - রামায়ণের পরিচয় দান পর্বে দেখা যায়, যেখানে জনক রাজা হরধনু ভঙ্গকারী রামচন্দ্রের এবং তাঁর পিতৃকূলের পরিচয় পেয়ে পরম সন্তোষ লাভ করছেন এবং তাঁর স্নেহধন্যা কন্যাদ্বয় সীতা ও ঊর্মিলার বিবাহ বিষয়ে আশ্বস্ত হচ্ছেন । একইভাবে দেখা যায়, বনবাসে গিয়ে জটায়ূর পরিচয় এবং তাঁর আশ্বাস পেয়ে সীতার নিরাপত্তার বিষয়ে রামচন্দ্র আশ্বস্ত হচ্ছেন । দেখা যায় , পিতৃসত্য পালনের উদ্দেশ্যে বনবাসে যাওয়ার সময় রামচন্দ্র কর্তৃক বিহ্বল, শোকাতুর, বিলাপরত পিতা দশরথকে সান্ত্বনা দান করে তাঁকে আশ্বস্ত করার প্রচেষ্টা । আরও দেখা যায়, লঙ্কার রাজা দশানন রাবণ ছলনায় রামচন্দ্রের কাটামুণ্ড রচনা করে তা অশোক কাননে বন্দী সীতাকে দেখিয়ে যখন তাঁকে বিহ্বল করতে চেষ্টা করেছিলেন সেই সময়ে হনুমানের দ্বারা রামচন্দ্রের কুশল সংবাদ দানে সীতা যেন জীবিত থাকার কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন । তাই এইপ্রকার দানও তো গ্রহীতার পক্ষে তার জীবনে যেকোন বস্তু প্রাপ্তির তুলনায় অধিক তাৎপর্য্যপূর্ণ । একইভাবে মহাকাব্যিক পরিসরে বর্ণিত পরামর্শ দানের মধ্যে দিয়ে দাতার উদ্দেশ্য হল গ্রহীতাকে তার কর্ত্তব্য কর্ম সম্পর্কে অবগত করিয়ে দিয়ে তাকে তার নিজ ধর্মে বা কর্ত্তব্য কর্মে স্থিত রাখা । সর্বোপরি বলা যায় নিঃস্বার্থে দান সর্বদাই পুণ্যজনক হলেও দান নির্ভরতা সর্বদাই গ্রহণযোগ্য নয় ।

শাস্ত্রের এইরূপ উপদেশ দানও তো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এমন এক দান, যা ব্যক্তিকে তাঁর নিজ জীবন যাপনে স্বনির্ভর হতে, তাঁকে তাঁর জীবনে যোগ্য হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করে । তাই বলা যায় যে, মহাকাব্যের পরিসরে বর্ণিত 'দান' বিষয়ক ক্ষেত্রগুলির উল্লেখে প্রচলিত অর্থে বিষয় বা বস্তু দানের পাশাপাশি যে ভিন্ন অর্থগুলির সংযোজন হয়েছে তা অভীষ্ট প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রচলিত অর্থের পরিপুরক রূপেই উপস্থাপিত হয়েছে, যা 'দান' ক্রিয়ার ব্যবহারিক পরিধিকে সুবিস্তৃত করেছে ।
(মহাভারত ও দান, দানের গুরুত্ব, অভিসন্দর্ভ , পৃষ্ঠা - ১২৪)

১৬) 'দান' প্রসঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যার সঙ্গে অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত দানের কোন 'মিল' বা 'অমিলে'র উল্লেখ ।

- রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত বহু দানক্ষেত্রই অন্যতম দৃষ্টান্ত । যা অবশ্যই দান শব্দটির প্রচলিত ব্যবহারিক পরিসরে নতুন সংযোজন । এই বিষয়ে আলোচনায় অনুসারী হলে দেখা যায়, রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই দান শব্দটি প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে যেমন বিষয়বস্তু দান, দক্ষিণা দান ইত্যাদি অর্থে উল্লিখিত হয়েছে এবং সেই সকল ক্ষেত্রেই অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির প্রসঙ্গ স্বীকৃত হয়েছে ; তেমনি পাশাপাশি আশ্বাস দান, সম্মতি দান, পরিচয় দান, পরামর্শ দান এইরূপ বহু দান ক্ষেত্রেরই উল্লেখ হয়েছে যে স্থলগুলিতে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির কোন প্রসঙ্গ না থাকলেও এই স্থলগুলি দান বলে উল্লিখিত হয়েছে । তাই বর্তমান অধ্যায়ের মহাকাব্যে দান এই পর্বে রামারণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত এইরূপ কিছু দানক্ষেত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক স্থলগুলির দার্শনিক বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করেছি এইসকল ক্ষেত্রগুলি মহাকাব্যিক পরিসরে কীরূপে দান বলে বিবেচিত হয়েছে । একইভাবে অর্থশাস্ত্রে মহামতি কৌটিল্যের দান নির্দেশ প্রসঙ্গেও আলোচিত হয়েছে কীরূপে দান শব্দটি কেবল বিষয় দান অর্থেই নয় বরং ব্যাপকার্থে কৌশল অর্থেও গৃহীত হয়েছে । (মহাকাব্যে দান , অভিসন্দর্ভ , পৃষ্ঠা - ৯৪)

১৭) দান প্রসঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের বক্তব্যের বৈসাদৃশ্য বা সাদৃশ্যের সূক্ষ্ম পর্যালোচনার উল্লেখ

- দান শব্দটির দ্বারা সাধারণভাবে কোন একজনের উদ্দেশ্যে অপর জনের কিছু দেওয়া কিংবা আরও সুস্পষ্টভাবে বলা যায় নির্দিষ্ট কোন বিষয় বা বস্তুর প্রতি স্বত্বনিবৃত্তিপূর্ব্বক একজন ব্যক্তির অপরজনকে

দেওয়া বোঝায় । তবে প্রতি ক্ষেত্রেই যে দান ক্রিয়া এইরূপে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি স্বত্বাধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তিকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হয় এমন নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন বহু দান ক্ষেত্রই আছে যা অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তিভিন্ন ভাবেও সংঘটিত হয় । এর উল্লেখ পুরাণ, মহাকাব্যসহ বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনেও পাওয়া যায়, যেমন - ধর্ম দান, উপদেশ দান, বাক্য দান ইত্যাদি । এই প্রসঙ্গে মহাকাব্যিক পরিসর বিশেষভাবে রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত বহু দানক্ষেত্রই অন্যতম দৃষ্টান্ত । যা অবশ্যই দান শব্দটির প্রচলিত ব্যবহারিক পরিসরে নতুন সংযোজন । এই বিষয়ে আলোচনায় অনুসারী হলে দেখা যায়, রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই দান শব্দটি প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে যেমন বিষয়বস্তু দান, দক্ষিণা দান ইত্যাদি অর্থে উল্লিখিত হয়েছে এবং সেই সকল ক্ষেত্রেই অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির প্রসঙ্গ স্বীকৃত হয়েছে ; তেমনি পাশাপাশি আশ্বাস দান, সম্মতি দান, পরিচয় দান, পরামর্শ দান এইরূপ বহু দান ক্ষেত্রেরই উল্লেখ হয়েছে যে স্থলগুলিতে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির কোন প্রসঙ্গ না থাকলেও এই স্থলগুলি দান বলে উল্লিখিত হয়েছে । তাই বর্তমান অধ্যায়ের মহাকাব্যে দান এই পর্বে রামারণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত এইরূপ কিছু দানক্ষেত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক স্থলগুলির দার্শনিক বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করেছি এইসকল ক্ষেত্রগুলি মহাকাব্যিক পরিসরে কীরূপে দান বলে বিবেচিত হয়েছে । (মহাকাব্যে দান , অভিসন্দর্ভ , পৃষ্ঠা - ৯৪)

- দেখা যায় যে, রামায়ণ মহাকাব্যের বিভিন্ন খন্ডে ভিন্নরূপ অর্থের প্রেক্ষিতে ‘দান’ শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ মূল ‘দান’ শব্দটির ব্যবহারের পরিসরকে সুবিস্তৃত করেছে । ঐসকল অর্থে ‘দান’ শব্দটির গ্রহণে রামায়ণে এর ব্যাপ্তি ও তাৎপর্য্য যেমন সুবিস্তৃত হয়েছে তেমনি গুরুত্বের মাত্রাকে আরও বেশি গভীরভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছে । তবে তার অর্থ এমন নয় যে, যে সকল ক্ষেত্রে কেবলই বিষয় বা বস্তু প্রদান অর্থেই ‘দান’ শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ হয়েছে সেখানে এর তাৎপর্য্য কম গুরুত্বপূর্ণভাবে পরিবেশিত হয়েছে । বরং এই প্রসঙ্গে একথাই বলা যায় যে, রামায়ণের পরিসরে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলির নতুন সংযোজন ‘দান’ শব্দটির ব্যবহারিক পরিধিকে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করেছে । মহাকাব্যিক পরিসরে এইরূপ ব্যাপকার্থে ‘দান’ শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ তা যে কেবল রামায়ণের পরিসরেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে বা সীমিত থেকেছে এমন নয়, বরং মহাভারতেও একইভাবে প্রচলিত অর্থ থেকে ভিন্নার্থে ‘দান’ শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ হয়েছে । তাই এই অধ্যায়ের পরবর্তী পর্বে এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মহাভারত মহাকাব্যের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে ‘শান্তিপর্বে’ বর্ণিত কতকগুলি ক্ষেত্রের আলোচনা করে দেখাতে চেষ্টা করবো যে, এক্ষেত্রেও কীভাবে

প্রচলিত অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে বিশেষভাবে 'দান' শব্দটির ব্যবহার বা উল্লেখ হয়েছে । (রামায়ণ ও দান, জীবন দান, অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা - ১০৮)

- প্রশ্ন হতে পারে দান বিষয়ে গবেষণা প্রসঙ্গে মহাকাব্যিক পরিসরে রামায়ণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত উক্ত ক্ষেত্রগুলির তাৎপর্য্য কীরূপ ? দান - এর দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে বর্তমান অধ্যায়ের এই পর্বে আমার উদ্দেশ্য হল মহাকাব্যিক পরিসরে প্রচলিত অর্থসহ ভিন্নার্থে দান শব্দটির প্রয়োগের উল্লেখ ও তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা । সেখানে দেখা যায় প্রচলিত অর্থে বিষয় বস্তুর দানসহ, দক্ষিণা দান, ভূ- সম্পত্তি দান ইত্যাদির যেমন প্রয়োগ ও ব্যবহার হয়েছে যেখানে দাতার দানে গ্রহীতার চাহিদার পূরণ হয়েছে, তার অভাব দূর হয়েছে এবং সর্বোপরি তার সন্তোষবিধানও হয়েছে । ঠিক সেই প্রকারেই পরিচয় দান , আশ্বাস দান , সংবাদ দান, সান্ত্বনা দান, সম্মতি দান, পরামর্শ দান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একইভাবে দাতার দানে গ্রহীতার উপকার সাধন হয়েছে। যদিও এইরূপ দানে দাতার নিজের কোন বিষয় বস্তুর প্রতি নিজের স্বত্বাধিকারের নিবৃত্তির প্রসঙ্গ নেই তবুও থাকে গ্রহীতার পরম সন্তোষ যা তাকে তার অসহায় অবস্থা থেকে মুক্ত করে , তার পরম সন্তোষ বিধান করে । গ্রহীতার ক্ষেত্রে এইরূপ দান অনেক সময়েই এমন হয় যা কোন বিষয় বস্তুর প্রাপ্তির আনন্দকেও অতিক্রম করে যায় । যেমন - রামায়ণের পরিচয় দান পর্বে দেখা যায়, যেখানে জনক রাজা হরধনু ভঙ্গকারী রামচন্দ্রের এবং তাঁর পিতৃকূলের পরিচয় পেয়ে পরম সন্তোষ লাভ করছেন এবং তাঁর স্নেহধন্যা কন্যাদ্বয় সীতা ও ঊর্মিলার বিবাহ বিষয়ে আশ্বস্ত হচ্ছেন । একইভাবে দেখা যায়, বনবাসে গিয়ে জটায়ূর পরিচয় এবং তাঁর আশ্বাস পেয়ে সীতার নিরাপত্তার বিষয়ে রামচন্দ্র আশ্বস্ত হচ্ছেন । দেখা যায় , পিতৃসত্য পালনের উদ্দেশ্যে বনবাসে যাওয়ার সময় রামচন্দ্র কর্তৃক বিহ্বল, শোকাতুর, বিলাপরত পিতা দশরথকে সান্ত্বনা দান করে তাঁকে আশ্বস্ত করার প্রচেষ্টা । আরও দেখা যায়, লঙ্কার রাজা দশানন রাবণ ছলনায় রামচন্দ্রের কাটামুণ্ড রচনা করে তা অশোক কাননে বন্দী সীতাকে দেখিয়ে যখন তাঁকে বিহ্বল করতে চেষ্টা করেছিলেন সেই সময়ে হনুমানের দ্বারা রামচন্দ্রের কুশল সংবাদ দানে সীতা যেন জীবিত থাকার কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন । তাই এইপ্রকার দানও তো গ্রহীতার পক্ষে তার জীবনে যেকোন বস্তু প্রাপ্তির তুলনায় অধিক তাৎপর্য্যপূর্ণ । একইভাবে মহাকাব্যিক পরিসরে বর্ণিত পরামর্শ দানের মধ্যে দিয়ে দাতার উদ্দেশ্য হল গ্রহীতাকে তার কর্ত্তব্য কর্ম সম্পর্কে অবগত করিয়ে দিয়ে তাকে তার নিজ ধর্মে বা কর্ত্তব্য কর্মে স্থিত রাখা । সর্বোপরি বলা যায় নিঃস্বার্থে দান সর্বদাই পুণ্যজনক হলেও দান নির্ভরতা সর্বদাই গ্রহণযোগ্য নয় । শাস্ত্রের এইরূপ উপদেশ দানও তো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এমন এক দান, যা ব্যক্তিকে তাঁর নিজ জীবন যাপনে স্বনির্ভর হতে, তাঁকে তাঁর জীবনে যোগ্য হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করে । তাই বলা যায় যে,

উভয় মহাকাব্যের পরিসরে বর্ণিত ‘দান’ বিষয়ক ক্ষেত্রগুলির উল্লেখে প্রচলিত অর্থে বিষয় বা বস্তু দানের পাশাপাশি যে ভিন্ন অর্থগুলির সংযোজন হয়েছে তা অভীষ্ট প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রচলিত অর্থের পরিপুরক রূপেই উপস্থাপিত হয়েছে, যা ‘দান’ ক্রিয়ার ব্যবহারিক পরিধিকে সুবিস্তৃত করেছে । (মহাভারত ও দান, দানের গুরুত্ব, অভিসন্দর্ভ , পৃষ্ঠা - ১২৪)

১৮) রেফারেন্স স্টাইলের পরিবর্তন

প্রথম অধ্যায় :

তথ্যসূত্র :

- Dutt Manmath Nath (Translated By), ATRI SAMHITA, THE DHARAM SHASTRA HINDU RELIGIOUS CODES , Vol II, 1979, Cosmo Publications , New Delhi , India.

- Dutt Manmath Nath (Translated By), HARITA SAMHITA, 1906, Published By- Keshub Academy, calcutta , India.

- Dutt Manmath Nath (Translated By), US'ANA SAMHITA, 1906, Published By- Keshub Academy, calcutta , India.

- Dutt Manmath Nath (Translated By), VISHNU SAMHITA, THE DHARAM SHASTRA HINDU RELIGIOUS CODES *, Vol IV*, 1979, Cosmo Publications , New Delhi , India.

- Dutt Manmath Nath (Translated By), VYASA SAMHITA, THE DHARAM SHASTRA HINDU RELIGIOUS CODES , Vol III, 1979, Cosmo Publications , New Delhi , India.

- Dutt Manmath Nath (Translated By), YA'JNAWALKYA SAMHITA, 1906, Published By - Keshub Academy, calcutta , India.

- Maganlal, A. Buch , *THE PRINCIPLES OF HINDU ETHICS ,* 1921, Published By- Kala Prakashan , Delhi, India .

তৃতীয় অধ্যায় :

তথ্যসূত্র :

- Acharya Umasvami, Jain Vijay.K (Eddited By) 2011 , TATTVARTHSUTRA, Published by - Vikalp Printers , Dehradun , India.

- Agarwal Sanjay, First Edition : Delhi , 2010 , DAAN AND OTHER GIVING TRADITIONS IN INDIA THE FORGOTTEN POT OF GOLD , Published by - Account Aid TM India , 55 - B , Pocket C, Siddharth Extension, New Delhi - 110014, India.

- Dixit K .K. (Translated by), First Edition : August ,1974 Second Edition : April, 2000 ,PT. SUKHLASLJIS'S COMMENTARY ON TATTVARTHA SUTRA OF VACARA UMASVATI , Published By – L D. Institute of Indology , Ahmedabad

- Jain Veenus (Dr.), Published-27/05/2016. *"Abhay Dana : Analysis of dana for protection from Fear",*SCOPE INTERNATIONAL SCIENCE, HUMANITIES, MANAGEMENT AND TECHNOLOGY*,* Prof. Amity Institute of Social sciences, Amity University, Noida, Uttar Pradesh, India .

- Jeffery D Long, First South Asian Edition 2010 , JAINISM AN INTRODUCTION, Published by – I.B Tauris & Co Ltd 6 Salem Road, London W2 4BU 175 Fifth Avenue, New York NY 10010 ,

- Shah . J. Nagin (Translated By), First Edition , 1998, JAINA PHILOSOPHY AND RELIGION , ENGLISH 'TRANSLATION OF"JAINA DARSANA'` by – Muni Shri Nyayavijayaji , Motilal Banarasidas Publishers private Limited, Bhogilal Lehar Chand Institute of Indology & Mahattara Sadhvi Shree Mrigavatiji Foundation Delhi .

- Shah. Nathubhai , JAINISM, THE WORLD OF CONQUERORS, VOLUME – 1, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, 41 UA Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi 110007 ,

- Shastry Pt.Phoolchandra Siddhant (Editor), SARVARTHASIDDHI OF PUJYAPAD THE COMENTRY ON ACHARYA GRIDDHAPICCHA'S TATTWARTHA SUTRA, 1955, Bharatiya Jnanapitha, Kashi .

১৯) পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামধর্মে দান : কোটেশন, রেফারেন্স - ২৭

- ২৭. '.....Hence , Islam considers obligatory charity such an essential one that its negation is taken to be a rebellion against Islam and offenders are liable to stern punishment including a war against them, if they are organised and powerful .' ..This Really happend in early Islamic history , when some of the newly converted tribes refused to pay Zakah after the death of Prophet Muhammad, peace be upon him and during the reign of Khalifah Abu Bakra, who waged a war against Islam . Hence, it is obvious that Islam ordains authorities to forcefully collect the obligatory charity from people coming under that slab and to distribute it on the prescribed heads . Any Islamic authority or governments are not free to utilise such collected amounts other than on the specified welfare heads (*Spiritual value of social charity , Page No – 108 ,*) (অভিসন্দর্ভ , পৃষ্ঠা - ২৩৭)